NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সেদিনের সোনার বাংলায় আজ হিংসার উন্মত্ততা

রক্ষণের জন্য বেঙ্গালুরুর কাছে হারল মোহনবাগান ৭

কলকাতা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১২ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.9.2024, Vol.18, Issue No. 111 8 Pages, Price 3.00

স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকেও কাটল না সাগর দত্তের জট

আন্দোলন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের বৈঠকের পরও কাটল না কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের জট। প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট নন বলে জানিয়ে দিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি জারি থাকবে। শুক্রবার বিকেলে তাঁরা বলেন, 'স্বাস্থ্যসচিব আমাদের কেবল প্রতিশ্রুতিই দিলেন। সিসিটিভি বসানো-সহ আরও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিগুলি আমরা গত একমাস ধরে শুনে এসেছি। আমরা আর প্রতিশ্রুতিতে ভুলব না। যতক্ষণ না নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে, আন্দোলন চলবে।'

নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভালের জন্য সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল লাগোয়া একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুক্রবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটায় সাগর দত্তের জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রশ্ন, ঘটনার সময় পুলিশকর্মীরা কোথায় ছিলেন? কেন ১০-১৫ জন বহিরাগতকে পুলিশ সরাতে পারল না? তাঁরা জানান, স্বাস্থ্যসচিব সিসিটিভির ব্যবস্থাও নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি, তাঁরা আর 'প্রতিশ্রুতি' চান না। চান 'অ্যাকশন'। কর্মবিরতি প্রসঙ্গে তাঁরা জানান, 'যতক্ষণ না নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে, আমরা কাজে ফেরার সাহস দেখাতে পারছি না।'

সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে শনিবার দুপুরে কলেজ কাউন্সিল বৈঠকে বসেছিল। জুনিয়র চিকিৎসক কুণাল ধর জানান, তাঁদের নিরাপত্তার দাবিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে চাওয়া হয়েছিল। ঘটনার দায় কার, সে নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। যা ঘটেছে তার নিন্দা করা হলেও কলেজ প্রশাসন বা নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, কেউই ঘটনার দায় স্বীকার করতে চাননি বলে দাবি কুণালের।

হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এখনও আশ্বস্ত হতে পারছেন না জুনিয়র চিকিৎসকরা তাঁদের বক্তব্য, 'সুপ্রিম কোর্টে বলা হয়েছিল ১৪ দিনে সিসি ক্যামেরা বসে যাবে। কিন্তু ১২তম দিনে এসে কাজ শুরু হয়েছে। ৩৬০টি সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা থাকলেও, এসেছে ৪০টি। বরাত ডাকা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়নি।' শুধু তাই নয়, হাসপাতালে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ১১৫ জন নিরাপত্তাকর্মী প্রয়োজন বলে মনে করছেন তাঁরা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে ৫৭ জন নিরাপত্তাকর্মীর কথা হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের।

বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকও করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শুক্রবারের ঘটনা সম্পর্কে দিতে তাঁরা বলেন, 'ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মী কোনও বাধা দেননি। মহিলা চিকিৎসকদের উদ্দেশে কুকথা বলা হয়েছিল। তাঁদের হাত ধরে টানাটানি করা হয়েছিল। বলা হয়, 'কিছু হলে আমরা আরজি কর করে দেব।' কর্তব্যরত সিস্টারদের গায়ে হাত তোলা হয়েছিল।' চিকিৎসকদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি। তাঁদের অভিযোগ, 'পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেউ কোনও ব্যবস্থা নেননি। এত জন পুলিশকর্মী মিলে ১৫-২০ জনকে সামলাতে পারেননি। চিকিৎসকরা অন্য কক্ষে চলে যাওয়ার পর সেখানেও ধাওয়া করা হয়।'

তাঁদের বক্তব্য, হাসপাতালে চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষের বাইরে কোনও সিসি ক্যামেরা নেই। সেই কারণে ওই জায়গার ফুটেজ পাওয়া যায়নি। সিসিটিভির ফুটেজে নজর রাখার জন্যও কেউ ছিলেন না বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্ট যে চিকিৎসকদের মনে আস্থা ফেরানোর বার্তা দিয়েছে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, 'পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলে বলা হয়, এখানে এফআইআর করা হয় না। থানায় যেতে বলা হয়। কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে তাঁরা (কর্তৃপক্ষ) স্বীকার করে নিয়েছেন ব্যর্থতার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনও জবাব দিতে পারেনি।'

জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে নজর রাখার জন্য একজন পুলিশকর্মী থাকার কথা। যাতে কোথাও কিছু ঘটছে কি না, সে দিকে তিনি নজর রাখতে পারেন। কিন্তু শুক্রবার ঘটনার সময় কন্ট্রোল রুমে কেউ ছিলেন না বলে অভিযোগ তাঁদের। তাঁরা বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানতেন না সিসিটিভিতে কে নজরদারি করেন। সেটি জানতেই কর্তৃপক্ষের ৪ ঘণ্টা লেগে গিয়েছিল।' এমনকি ঘটনার পর হাসপাতাল সুপারও প্রথমে আসেননি বলে অভিযোগ তাঁদের। ঘটনার পর জুনিয়র চিকিৎসকদের তিনি নাকি জানিয়েছিলেন, রাতে তাঁর ডিউটি নয়।

মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক-অধ্যাপকদের একাংশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ জুনিয়র তাঁদের। তাঁদের অভিযোগ, রোগীর পরিজনরা হামলা চালানোর প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে প্রথম চিকিৎসক-অধ্যাপক এসেছিলেন সেখানে। তাঁরা বলেন, 'বিকেল ৫টায় ঘটনাটি শুরু হয়েছিল। তাঁরা আসেন রাত ১০টা-সাড়ে ১০টা নাগাদ।' অতীতে সাগর দত্ত মেডিক্যালের এক অধ্যাপক-চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের পর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে ক্ষোভ জুনিয়র চিকিৎসকদের। অপর এক অধ্যাপক-চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পরীক্ষা ব্যবস্থায় বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। সে ক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

পালটা উত্তেজনা

কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের না ছাড়লে মৃতার দেহ না নেওয়ার দাবি পরিবারের। রাস্তায় শুয়ে কান্নাকাটি করতেও দেখা যায় মৃতার পরিবারের সদস্যদের। সঙ্গে প্রতিবেশীরাও। তাঁদের বিক্ষোভে উত্তাল হাসপাতাল চত্বর। অন্য দিকে, নিরাপত্তা-সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে কর্মবিরতিতে ওই হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। রাত থেকেই হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। শুক্রবার রাতে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে।

বন্যা ও ভূমিধসে বিধ্বস্ত পরিস্থিতি পরিদর্শনে আজ উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদনী বন্যা ও ভূমিধসে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রওনা হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই লাগাতার বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্ফিতি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এর মধ্যেই আজ, রবিবার তাঁর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বাগডোগরা পৌঁছনোর কথা। এরপরে তিনি উত্তরকন্যার অতিথি নিবাসে রাত্রিবাস করবেন। সোমবার সকালে পাহাড় ও সমতলের পরিস্থিতি নিয়ে আট জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ওইদিনই তাঁর কলকাতায় ফিরে বিকেলে নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, আজ, রবিবার ২৯ তারিখ বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বিমানে বাগডোগরা হয়ে পৌঁছবেন শিলিগুড়ি। তারপর সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর সকালে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এরপরে সরেজমিনে তিনি কয়েকটি এলাকা পরিদর্শনও করতে পারেন। বিকেলে কলকাতায় ফিরে আসার কথা। কারণ সেদিনই নবান্ন রয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। এদিকে, বন্যা পরিস্থিতির কারণে রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রীকে নিজের নিজের জেলায় বন্যা কবলিত মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে কারণে সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত বৈঠক থেকেও তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সোমবার উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফিরেই বিকেল ৪টের সময় এই বৈঠক করবেন। তবে স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পুলক রায়, মানস ভুঁইয়া, বেচারাম মান্না সহ পাঁচ মন্ত্রী ওই বৈঠকে যোগদান করবেন না। তাঁদের বনা কবলিত এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মমতার বার্তা শুনিয়ে ফিরহাদ ফিরতেই ত্রাণ লুঠ মানিকচকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মানিকচক ব্লকের ভুতনির বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ফিরতেই ত্রাণসামগ্রী লুঠের দাবি। যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত সেচ দপ্তরের আর এক মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের দাবি, 'আমরা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি।'

উল্লেখ্য, গঙ্গা নদীর জল প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আর তাতেই গ্রাম থেকে ভিটেমাটি হারা হয়ে জলবন্দি হচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে জলবন্দি মানিকচকের গোপালপুর, ভুতনি, কেশরপুর, উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর, কালুটোনটোলা সহ একাধিক গ্রাম। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ জলবন্দি। এর ফলে বাড়ির ছাদে আবার কেউ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বেশ কয়েকমাস ধরে জল ঢুকলেও কোনও ত্রাণের ব্যবস্থা নেই। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। আর এদিন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ভুতনি এলাকায় গিয়ে কিছু ত্রাণ দেন। সেখানে সরাসরি টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা মাইকে শোনান মন্ত্রী বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য। বন্যায় গবাদি পশু গিয়েছে, তা দিয়ে দেওয়া হবে আর যে সব বাড়ি আছে সেগুলি বাঁচান। বন্যার জল কমলে সেখানে কাজ করা হবে। অভিযোগ, মন্ত্রী সেখান থেকে ফিরতেই গ্রামবাসীরা ত্রাণ লুঠ করে পুলিশের সামনে। গোপালপুর গ্রামের বানভাসি সাবির মণ্ডল বলেন, 'এতদিন জলে ডুবে আছি। কারও দেখা নেই। মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। কী ভাবে চলবে। রাতে আতঙ্কে থাকছি। তাই এদিন হাহাকার করছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে ত্রাণ লুঠ করেছে।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি সকলকেই ত্রাণ দেওয়ার। এত পরিমাণ জল বেড়েছে যে প্রত্যন্ত এলাকায় নৌকো নিয়ে পৌঁছনো যাচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবে যাদের মধ্যে ত্রাণের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে বোঝানোর। রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে। লুঠ হয়েছে তবে তবে এটা ঠিক নয়। আমাদের জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, তাঁরাও একসঙ্গে সেখানে ত্রাণের ব্যবস্থা করছে।'

কাশ্মীর প্রসঙ্গে শাহবাজের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা

পাকিস্তানের চেহারা সবারই জানা: ভাবিকা

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রপুঞ্জের ৭৯তম সাধারণ সভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করল ভারত। পাক প্রধানমন্ত্রীর শুক্রবারের বক্তৃতার জবাবে পাক সন্ত্রাসবাদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। তিনি শনিবার বলেন, 'যে দেশের সন্ত্রাসবাদের কথা গোটা বিশ্ব জানে, তারা ভারতের মতো দেশের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে কীভাবে! কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট বানচাল করতে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করছে পাকিস্তান।' সেই সঙ্গে ভারতের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'সন্ত্রাস বাড়লে তার ফলও ভুগতে হবে পাকিস্তানকে।' ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের স্পেশাল স্টেটাস অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩৭০ তুলে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রশ্ন তুলেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। তারই জবাব দেন ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। ভারতের প্রতিনিধি এদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘে বলেন, 'যে দেশটি সেনার দ্বারা চালিত হয়, যাদের সন্ত্রাসবাদের কথা সবার জানা, যে দেশে মাদকের কারবার চলে, তাদের এত ঔদ্ধত্য যে ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মতো দেশকে আক্রমণ করছে।' ভাবিকা বলেন, 'পাকিস্তানের চেহারাটা যে আসলে কেমন, তা সবারই জানা।' পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ সভায় অভিযোগ করেন, প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড গাজায় ইজরায়েলি সেনা যে ভাবে মানুষ খুন করছে, সেই কায়দাতেই ভারতীয় সেনা কাশ্মীরের জনতার ওপর হামলা চালাচ্ছে। শরিফের ওই অভিযোগের জবাবে মঙ্গলানন্দন বলেন, 'গোটা বিশ্ব জানে, পাকিস্তান দীর্ঘ দিন ধরে তার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়েছে। আমাদের সংসদ ভবন, আমাদের আর্থিক রাজধানী মুম্বই এবং তীর্থযাত্রার পথেও জঙ্গি হামলা করানো হয়েছে। তালিকাটি দীর্ঘ।' এর পরেই শরিফের নাম না করে তাঁকে খোঁচা দেন ভারতীয় কূটনীতিক। তিনি বলেন, 'এমন একটি দেশের প্রতিনিধি যদি কোনও জায়গায় হিংসার কথা বলেন, তা সবচেয়ে খারাপ ভণ্ডামির উদাহরণ।' পাক প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'প্যালেস্টাইন এবং কাশ্মীরের জনগণ একই ভাবে স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে লড়াই চালাচ্ছেন।' মঙ্গলানন্দন তাঁর জবাবে দাবি করেছেন, কাশ্মীরের আমজনতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিধানসভা ভোটে অংশ নিচ্ছেন। তা দেখে ক্ষিপ্ত পাকিস্তান নাশকতার অভিঘাত বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধি। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় প্রথমবার বক্তৃতা দিতে গিয়েও কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে 'অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের' অভিযোগ তুলেছিলেন শরিফ। কয়েক মাস আগে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মুনির আক্রম পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'প্যালেস্তাইন ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে একই ভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে।'

লন্ডভন্ড লেবানন, হত হিজবোল্লা প্রধান!

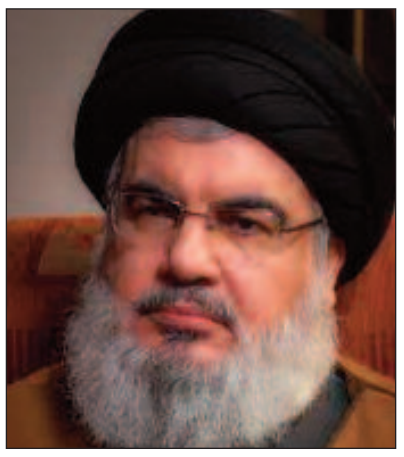

বেইরুট, ২৮ সেপ্টেম্বর: ইজরায়েলি সেনার আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে হিজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লার। শনিবার ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের তরফে এমনই দাবি করা হয়েছে। বেইরুটে হেজবোল্লার সদর দপ্তরে হামলায় মৃত্যু হয়েছে নাসরাল্লার। কুখ্যাত এই জঙ্গি আর বিশ্বকে ভয় দেখাতে পারবে না বলে নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে ইজরায়েলি সেনা। লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ইজরায়েলের একের পর এক বোমাবর্ষণে হিজবুল্লা প্রধান সৈয়দ হাসান নাসরাল্লা নিহত হন বলেই এমনই দাবি ইজরায়েল সেনার। যদিও হাসানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেনি ইরান মদতপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা।

ইজরায়েল সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাদাভ শোশানি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, নাসরাল্লা নিহত। তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত না করলেও হিজবুল্লা-ঘনিষ্ঠ এক সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে নাসরাল্লার সঙ্গে কোনও ভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

দক্ষিণ লেবাননের বাজৌরিয়ে গ্রামে ১৯৬০ সালের ৩১ অগস্ট জন্ম হাসান নাসরাল্লার। ফতিমা ইয়াসিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সন্তান পাঁচজন। ইরাক ও ইরানের লেবাননে শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা পাওয়ার পর শিয়া মুভমেন্ট 'আমাল', এ যোগ দেয়। গঠিত হয় 'ইসলামিক আমাল'। এই দলটিই পরবর্তী সময়ে হিজবোল্লা তৈরি করে। ১৯৮৫ সালে প্রথম নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকলকে জানায় তারা। জানিয়ে দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকাই 'ইসলামের প্রধান দুই শত্রু'। পাশাপাশি ইজরায়েলকে ধ্বংসের হুমকিও দিতে থাকে তারা।

১৯৯২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হিজবোল্লার সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে ওঠে নাসরাল্লা। আর তার নেতৃত্বেই ইজরায়েলের ওপরে লাগাতার হামলা চালাতে থাকে হিজবোল্লা। যার জেরে ২০০০ সালে দক্ষিণ লেবাননের দখল করা অংশ ছেড়ে চলে যায় ইজরায়েলি সেনা। ২২ বছর ওই অঞ্চল তাদের দখলে ছিল। এর ফলে দক্ষিণ লেবাননে নেতা হিসেবে বিরাট জনপ্রিয়তা পায় নাসরাল্লা।

২০০৪ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দি প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে নাসরাল্লা। শয়ে শয়ে লেবানিজ ও আরব বন্দিরা সেই সময় মুক্ত হয়। ২০০৬ সালের লেবানন যুদ্ধের পর 'লিডার অফ রেজিস্ট্যান্স' হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত হতে থাকে তার নাম। প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে তার আগুনে ভাষণ দিনে দিনে জনপ্রিয় হতে থাকে। যদিও ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় বিরোধী শক্তিদের সমর্থন না করে সিরিয়ার শাসকদের সমর্থন করায় সেই জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে থাকে। কিন্তু বরাবরই প্যালেস্তাইনের হয়ে সুর চড়িয়েছে সে। ফলে গ্রহণযোগ্যতা কখনওই কমেনি। এহেন নেতার মৃত্যুতে হিজবোল্লা বিরাট ধাক্কা খেল।

গত কয়েক দিন ধরেই ইজরায়েল সেনা লেবাননের সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলা চালাচ্ছে। তবে শুক্রবার রাতে তাদের নিশানায় ছিল বেইরুট। দফায় দফায় বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে সেখানে। ইজরায়েলি সেনা সকালেই দাবি করেছিল, হিজবুল্লার প্রধান হাসান নাসরাল্লার গোপন ঘাঁটি চিহ্নিত করার পর সেখানে হামলা চালানো হয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েল সেনার দাবি, সেই হামলায় হত নাসরাল্লা।

গত সোমবার থেকে ধারাবাহিক ভাবে লেবাননের বিভিন্ন প্রান্তে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল সেনা। বিবিসি শনিবার জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই হিজবুল্লার ড্রোন বাহিনীর প্রধান মহম্মদ হুসেন শ্রাউর এবং অন্যতম কমান্ডার ইব্রাহিম মুহম্মদ কোয়াবিসির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার হিজবুল্লা প্রধানের মৃত্যুর দাবি করল ইজরায়েল। ১৯৮০-র দশকে লেবাননের গৃহযুদ্ধের মধ্যেই হিজবুল্লা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। ১৯৯২ সাল থেকে এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতা নাসরাল্লা।

গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইজরায়েলি ভূখণ্ডে হামাসের রকেট হামলার পরেই স্বাধীনতাপন্থী প্যালেস্তাইনি সংগঠনটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল হিজবুল্লা। তবে সরাসরি ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায়নি হিজবুল্লা। কিন্তু হিজবুল্লা তার উপস্থিতি জানান দিতে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইজরায়েলি ভূখণ্ডে তিনটি রকেট ছুড়ে প্রতীকী হামলা চালায় সে সময়। সম্প্রতি দু'পক্ষ সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে।

জঙ্গি হামলা!

■ পুজোর মরশুমে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা! গোয়েন্দা সূত্রে এমনই খবর পেয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাণিজ্যনগরীর জনবহুল স্থানগুলিতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। বিশেষত ধর্মীয় স্থানগুলিতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। লক্ষ করা গিয়েছে বাড়তি তৎপরতা।

অভিযুক্ত নির্মলা

■ নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তোলা আদায়ের অভিযোগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে বেঙ্গালুরুর এক আদালত। কর্নাটকের জনাধিকার সংঘর্ষ সংগঠনের তরফে আদর্শ আইয়ার নামে এক ব্যক্তি ওই অভিযোগ করেছেন। শনিবার সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এমন নির্দেশ দিল আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কর্মখালি

ঘরের কাজের জন্য মেয়ে চাই Salary দশহাজার বোনাস কুড়িহাজার ৯৮৩১৬১৭৬৮৭।

নাম-পদবী

আমি Diptangshu Sarkar, গ্রাম শ্রীরামপুর পোঃ- পারুলিয়া, থানা- সুতি, জেলা-মুর্শিদাবাদ যা আমার আধার কার্ড এ আছে। ভুলবশতঃ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB572003000230। এতে আমার নাম Diptagshu Sarkar আছে। ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের ১৮০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Diptangshu Sarkar নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I LOKNATH CHAKRABORTY S/o Somnath Chakraborty R/o Arabinda Nagar, Ward No 11, Dankuni Coal Complex, Dankuni, Hooghly-712310 declare that my son's name has wrongly been recorded as HEYAAN CHAKRABORTY in place of HIYAN CHAKRABORTY (DOB. 14.21.2022) in his birth certificate and vide the affidavit (no 10008) of 1st Class Judicial Magistrate, Serampore, dated 13.9.2024 that HIYAN CHAKRABORTY and HEYAAN CHAKRABOTY is the same and one identical person

DECLARATION

I, Prabati Das, wife of Shri Parsuram Das, residing at The Calcutta Racket Club, 95, Jawahar Lal Nehru Road, Kolkata – 700 071, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Pravati Das as declared before the Notary Public, C.M.M's Court, Kolkata vide affidavit no. 05 of 2024 dated 28.09.2024. Prabati Das and Pravati Das both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, Molla Nafiz Hossain, S/O Molla Mir Hossain residing at Block No. 89, Flat No. 2C, Green Field City, Jyotshibrampur, Maheshtala V.T.C Sibrampore, Sub-District: Thakurpukur Maheshtala, District: 24 Pgs(South), Pin-7000141, shall henceforth be known "Molla Nafiz Hossain" declared before the Notary Public Court at Calcutta vide on 19th Sep'2024. Now I hereby declare that my name "Molla Nafiz Hossain" and "Nafiz Par" and my father name "Mohammad Narul Haque Par" and "Molla Mir Hossain" are the same one and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

রাজা বসু পিতা চিত্তরঞ্জন বসু সাকিম ২/৫৯৪ কাপাসডাঙ্গা, থানা – চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ বিগত ইং 10/07/2017 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-165 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **সওকত আলি** সেখ পিতা মরহুম আসরাফ আলি মন্ডল সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১) বিগত ইং 31/04/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4358/2022 নং দলিল মূলে **আমেরুন নেসা** স্বামী জাফর আলি সাকিম শঙ্খনগর, ইসলামপাড়া, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়াকে ৩.৩ শতক, ও ২) বিগত ইং 31/04/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4357/2022 নং দলিল মূলে **মহঃ হালিম** পিতা মরহুম মহম্মদ সফি সাকিম ভি.টি.সি. বাঁশবেড়িয়া, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়কে ৩.৩ শতক একুনে মোট দুইটি দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা প্রসাদপুর, ২৪ নং জে.এল ভুক্ত, ২৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৫০ ও হাল ৮৯২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৫ শতকের মধ্যে ৩৮.৩৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)আমেরুন নেসা স্বামী জাফর আলি ২)মহঃ হালিম পিতা মরহুম মহম্মদ সফি উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **সুকুমার ব্যানার্জী ওঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২) সুভাষ ব্যানার্জী ওঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়,** উভয়ের পিতা ৺ভজহরি ব্যানার্জী ওঃ ভজহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, **৩) স্বপ্না ব্যানার্জী** স্বামী ৺সুকমল ব্যানার্জী ওঃ সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, **৪)সৌরভ ব্যানার্জী, ৫)সৌগত ব্যানার্জী,** ৪ ও ৫ নং এর পিতা ৺সুকমল ব্যানার্জী ওঃ সুকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্ব সাকিম মগরাগঞ্জ বাজার, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, বিগত ইং 22/22/2021 ও 30/11/2021 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11195 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **রঞ্জিত সরকার** পিতা ৺বিজয়লাল সরকার সাকিম জাঙ্গালপাড়া, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 19/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1805/2024 নং দলিল মূলে **মৈত্রী বসু ওঃ মৈত্রী বসু বিশ্বাস** স্বামী নন্দ দুলাল বিশ্বাস, সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়াকে 47 শতক, বিক্রয় করেন।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা একবালপুর, ১৮ নং জে.এল ভুক্ত, ৩০০, ৩৬৩, ৩৭৮ ও ৩৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ৮৪৫, ৮৮৫ ও ৮৯০ নং ৩টি দাগে শালি জমি ৪৭ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মৈত্রী বসু ওঃ মৈত্রী বসু বিশ্বাস** স্বামী নন্দ দুলাল বিশ্বাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৮১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৮৭৪৫৭৬৩৩৫/ ৮৩৩৬৯৩০০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে সেপ্টেম্বর। ১২ই আশ্বিন। রবিবার। দ্বাদশী তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদাশা, বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব। স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি ।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষি না থেকে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়নের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দু'বছরের মধ্যে ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এবারও ডিভিসির অনিয়ন্ত্রিত জল ছাড়ায় প্লাবিত ঘাটাল মহকুমা-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অংশ। এই আবহেই ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তাঁরই পৌরহিত্যে শনিবার নবান্নে আয়োজিত এই বৈঠকে স্থানীয় সাংসদ দীপক অধিকারীত্ব ছাড়াও সেচ মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, সেচ ও অর্থ সচিব উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু না জানানো হলেও দীর্ঘদিনের এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য দক্ষিণবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় ১৯৮০ সালে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল। ৮২ সালে প্রকল্পটির শিলান্যাস হয়। এটি রূপায়ণের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ অর্থ দেওয়ার কথা বলে। পরে তা কমিয়ে পঞ্চাশ শতাংশ করে। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি কেন্দ্র। রাজ্য সরকারের তরফে ২০১২ সালে ১২০০ কোটি টাকার একটি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটির জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ না করায় রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকেই সম্পূর্ন অর্থ খরচ করে মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে কথা নিজেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মূলত ঘাটালকে ঘিরে থাকা মূল নদী এবং শাখা নদীগুলির নিয়মিত ড্রেজিং করা। যাতে সেগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং বন্যার হাত থেকে ঘাটাল রক্ষা পায়। বলা হয়, পাম্প হাউস তৈরির অনুমোদন চন্দ্রকোনা-ঘাটাল-দাসপুর-সহ পাশ্ববর্তী এলাকায়। নদীপথ সংস্কার করা হবে কংসাবতী ও শিলাবতীতে। স্থানীয় খালগুলিতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, খাল সংস্কার। সেই সঙ্গে ঘাটালের নদী ও খাল গুলিতে লক গেট বাসানো প্রকল্পের লক্ষ্য।

কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার পুজোর আগে কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। ওই দুই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী, হিসাব রক্ষক, ডেটা ম্যানেজারদের বেতন বাড়ছে বলে জানানো হয়েছে। অভিজ্ঞতা নিরিখে নতুন বেতন হার স্থির করা হয়েছে। জানা গেছে, রূপশ্রী ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক হিসাব রক্ষকেরা এতদিন ১৫ হাজার টাকা করে বেতন পেতেন। এবার তা বেড়ে হচ্ছে ২১ হাজার টাকা। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ডেটা ম্যানেজার এবং রূপশ্রীর ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের বেতন যথাক্রমে ১১ হাজার ও ১২ হাজার থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৬ হাজার টাকা। হিসাব রক্ষকদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্টের হারও বাড়ানো হচ্ছে। নিয়োগের পর প্রথম পাঁচ বছর হিসাব রক্ষকদের বাৎসরিক ৮০০ টাকা হারে বেতন বাড়বে। ৫ বছর পর বেতন হবে ২৬ হাজার, ১০ বছর পর বেতন হবে ৩২ হাজার এবং ১৫ বছর পর বেতন হবে ৪০ হাজার টাকা। তার পর থেকে বছরে ১২০০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হবে। ডেটা ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে ৫ বছর পর বেতন বৃদ্ধি হবে ২০ হাজার টাকা। ১০ বছর পর ২৫ হাজার টাকা এবং ১৫ বছর পর ৩১ হাজার টাকা। সে সময় তাদের প্রতি বছর এক হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধির হার ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানের পর পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ব্যানারে ফের রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে নামার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের লোকসভা ভিত্তিক ১৮টি জেলা কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। ছাত্র সমাজের তরফে সায়ন লাহিড়ী, শুভঙ্কর হালদাররা বলেন, 'শিক্ষার উন্নতি, সমাজসেবা এবং নানা ইস্যুতে মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তাই জেলায় জেলায় এই কমিটি গড়া হল।' আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানে নেমেছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। ওই অভিযানকে সফল বলে দাবি করে একই ধরনের আরও কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে। ছাত্র সমাজের অন্যতম মুখ শুভঙ্কর হালদার সংবাদমাধ্যমকে জানান, আরজি করের প্রতিবাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তাঁদের আন্দোলন চলবে। তারই অঙ্গ হিসেবে অগস্টের মতো ফের অভিযানে হবে। পুজোর পরে আরও বড় আকারে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।

হাওড়াতে ফের বেআইনি কল সেন্টারের হদিশ, ধৃত ২: শুক্রবার রাতে হাওড়ার বেলুড় থানা অন্তর্গত বিপিন কৃষ্ণ কুমার স্ট্রিট সংলগ্ন একটি বিল্ডিংয়ে অবৈধ কল সেন্টার থেকে কিছু ব্যাক্তি বিদেশে প্রতারণার গোপন ব্যবসা চালাচ্ছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ পুলিশি অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই কল সেন্টারের কর্মচারীরা আমেরিকাতে বিভিন্ন ব্যক্তিদের স্কাইপের মাধ্যমে ফোন কল করত এবং নিজেদেরকে পেপাল কোম্পানির টেক সাপোর্ট টিম হিসাবে পরিচয় দিয়ে, মিথ্যা তথ্য শেয়ার করে পেপাল ব্যবহারকারীদের থেকে পরিষেবা ফি আদায় করতো। এইভাবে অবৈধ কারবার চালাতো এরা। বেশিরভাগই ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন করা হত। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আরও অপরাধী যুক্ত কিনা তাও খতিয়ে দেখছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

নাবালিকাকে পরিবারের হাতে ফেরালো রেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'লাপাতা ননহে' ভারতীয় রেল পুলিশের একটি বিশেষ উদ্যোগ। যার মাধ্যমে প্রিয়া রায় (নাম পরিবর্তিত), সোনারপুরের এই নাবালিকা মেয়েকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল বালি স্টেশনের আরপিএফ আধিকারিকরা। আরপিএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে, চলতি বছরের ১০ সেপ্টেম্বর মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের পর ওই নাবালিকা স্কুল থেকে ফেরেনি। শেষবার তাকে স্টেশনের কাছে স্কুলের পোশাক পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। তার বাবা-মা তাকে খোঁজার জন্য বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং অবশেষে স্টেশন ইনচার্জ ও রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সাহায্যের জন্য সোনারপুর স্টেশনে আসেন। গভীর উদ্বেগ, নির্ঘুম রাত, নিজের মেয়ের অপেক্ষায় ফোনের সামনে বসে থাকার সেই মুহূর্তগুলো যথেষ্টই অসহনীয় ছিল নাবালিকার পরিবারের কাছে।

প্রিয়ার পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পর আরপিএফ আধিকারিকরা দ্রুত কাজ শুরু করে। মেয়েটির বিবরণ ও ছবি সংগ্রহ করে ভারতীয় রেলের সমস্ত জোনে এবং পূর্ব রেলের স্থানীয় নেটওয়ার্ক ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। পূর্ব রেলের আরপিএফ দলের দক্ষ ব্যবস্থার জন্য, পরদিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর ভোর ৪৩০ টায় প্রিয়াকে বালি স্টেশনে খুঁজে পাওয়া যায়। যখন প্রিয়া দিল্লির টিকিট কেনার সময় সমস্যায় পড়ে, তখন টিকিট বুকিং ক্লার্ক সন্দেহ প্রকাশ করে। কর্তব্যরত বুকিং ক্লার্ক আরপিএফ দলকে জানায় এবং তারা মেয়েটির পরিচয় যাচাই করে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। নাবালিকাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্ত হয়ে ওঠে পূর্ব রেলের কাছে।

কেরলের ধাঁচে এরাজ্যে হাসপাতাল গড়ার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমাজের গরীব ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে কেরলের ক্রিস্টান হাসপাতালের আদলে এরাজ্যে গরীব মানুষদের জন্যে হাসপাতাল তৈরি করবে বলে জানালেন সদ্য দেশের ক্রিস্টিও চার্চগুলির নেতৃত্বে উঠে আসা 'দা মেট্রোপলিটন' মরন মোর স্যামুয়েল থিওফিলার্স। কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে কলকাতা আর্চ ডায়াসেস অফ বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ-এর উদ্যোগে এই নতুন পদে আসার জন্য মোর থিওফিলাসকে সম্বোর্ধনা জানানো হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। খ্রিস্টান ধর্মগুরু ছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ-সহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুর ও বিশিষ্ট মানুষরা তাঁকে ফুল, মানপত্র ও উত্তরীয় দিয়ে সম্বোর্ধনা জানান। পরে সাংবাদিকদের থিওফিলাস বলেন, 'ভারতবর্ষ দারিদ্র দূরীকরণ এবং মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আগের থেকে অনেকটাই এগিয়েছে। তার পরেও মানুষের উন্নয়ন এখনও অনেকটাই বাকি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সামাজিক শিক্ষা বিস্তারেও এখন থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে চার্চগুলি। বিশেষ করে শিশু শিক্ষার প্রসারে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।' পাশাপাশি বিধবা মায়েদের উন্নয়ন, সকলের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বিপর্যয় মোকাবিলায় ত্রাণ ও সহযোগিতার নিয়ে তারা মানুষের উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চের উদ্যোগে তারা এ রাজ্যে গরীব মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল তৈরি করতে চায়। প্রাথিমিকভাবে ভাবা হয়েছে কেরলের ক্রিস্টান হাসপাতালের এক্সপ্যানশান করা হবে এ রাজ্যে। তার জন্যে জমি দেখার কাজ চলছে।

রুবি পার্ক পাবলিক স্কুলের বাৎসরিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়ামে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ড্রঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতের প্রাণিবিদ্যা জরিপ সংস্থার প্রথম মহিলা পরিচালক এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত সরোদ বাদক ডক্টর রাজীব চক্রবর্তী।

শারদোৎসবের প্রাক মুহূর্তে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী দুই দিন অনুষ্ঠিত হবে শিল্পী অনুপম হালদারের একক ক্রিয়েটিভ ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী। আগামী ৮ অক্টোবরে বিকেলে প্রদর্শনী সূচনায় উপস্থিত থাকবেন টলিউডের কলাকুশলীরা। ফটো প্রদর্শনী থিম 'মা আসছে'।

অনলাইনে কেনাকাটার হিরিক, পুজোর মুখে সংকটে হাওড়ার ক্ষুদ্র বিক্রেতারা

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

সময় যতই এগোচ্ছে মানুষ ততই আধুনিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর বর্তমান সময়ে আধুনিকতার অন্যতম বড় মাধ্যম অনলাইনে পছন্দের দ্রব্য ক্রয় করা। অনলাইনে কেনাকাটা করেন না, এইরকম মানুষ আজকের সময়ে খুঁজে পাওয়া কঠিন। যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম ল্যান্ড ফোনের পর্যায় পেরিয়ে প্রযুক্তির প্রভুত উন্নতির পর আজ প্রায় সকলের হাতে এখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই হাতে ধরা ফোনের ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক কিছুই হাতের নাগালে চলে এসেছে। তাই ব্যস্ততার জীবনে সময় সাশ্রয় করতে অধিকাংশ মানুষ অনলাইনে অর্ডার করে। ঘরে বসেই খাবার, মুদিখানা সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট, জামা কাপড় সবই কিনছেন। যত দিন এগোচ্ছে অনলাইনে কেনাকাটার প্রতি ঝোঁক বাড়ছে অনেকেরই। আর এই অনলাইনে কেনাকাটার প্রভাবে দুর্গাপূজার সময় মাঝারি বা ছোট খাটো জামা কাপড়ের দোকানদারদের ব্যবসায় যথেষ্টই খারাপ প্রভাব পড়েছে। বাঙালির চিরাচরিত অভ্যাস, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে গেছে, যার মাশুল গুনছেন এই অফলাইনের দোকানদাররা। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আসার আগে পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই জামা কাপড়ের দোকান গুলোতে ভিড় করত মানুষ, কাপড়ের গুনগত মান হাতে নিয়ে দেখে পরখ করে দরদাম হতো। পায়ে হেঁটে ঘাম ঝরিয়ে কেনাকাটা করে ফুচকা, চটপটি খেয়ে বাড়ি ফিরত এক থেকে আশি আপামর বাঙালিরা। সেই কারণেই দুর্গা পূজার সময় এলে বস্ত্র বিপনীদের মধ্যে হাসি ফুটে উঠত কেনোনা উৎসবের কয়েক মাস আগে থেকে ক্রেতাদের দোকানে আনাগোনা থাকত। যদিও বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা ও পুজোর সংখ্যা বাড়ার পরেও গত ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে অনলাইনে কেনাকাটার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে, যার ফলে পুজোর দিন কাছে এগিয়ে এলেও হাওড়ার আন্দুলের জামাকাপড়ের দোকানগুলিতে সেইভাবে ক্রেতাদের দেখা নেই। অনলাইনে কেনাকাটার জন্যই ব্যবসায় এর প্রভাব পড়েছে বলে কার্যত স্বীকার করে নিচ্ছেন দোকানদাররা।

আন্দুল বাজারের বস্ত্র বিক্রেতা রাহিল লস্কর বলেন, 'আমাদের ৩৫ বছরের পুরনো আন্দুল বাজারের মধ্যে দোকান। দোকানের কিছু ফিক্সট কাস্টোমারা আসেন, ফ্লাইং কাস্টমার কমে গেছে। অনলাইনের দিকে ঝুঁকছে অধিকাংশ মানুষ। অনলাইনে ঝোঁকার কারণ জিনিসের দাম কম, সস্তার হওয়াতে সেই দিকেই ঝুঁকছে গ্রাহকরা। তবে সস্তার দিকে ঝুঁকতে গিয়ে ঠকছেন অনেকেই। সস্তায় ভালো জামা কাপড় কেউ দিতে পারে না। জামা কাপড় এমন একটা জিনিস হাতে দেখে বুঝে নিতে হয়। অনলাইনে ২০০ টাকার জামা ৫০ টাকার দামের কোয়ালিটির মতো চলে যাচ্ছে, কিনে মনের মত হচ্ছে না। এই ভাবেই অনেকে ঠকছেন। যারা কাপড়ের গুণগতমান বোঝেন তারা দোকান থেকেই কেনেন। অনলাইনে দেখে বোঝা যায় না কি গুণমান দিচ্ছে।' অপর এক বিক্রেতা অয়ন রায় বলেন, 'অনলাইনে ও স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে কেনাকাটার প্রবণতা বিগত ৫ বছর থেকে শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কোভিডের পরবর্তী সময় থেকে আরও বেড়েছে। শুধুমাত্র জামা কাপড় নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কেনাকাটা বেড়েছে। মূলত দামের দিকটি বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে বলেই অনলাইনের দিকে ঝুঁকছে। শপিংমল এবং অনলাইন সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়েছে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।'

যদিও বাজারে আসা এক ক্রেতা বলছেন, 'এখন মানুষের হাতে সময়ের দাম বেশি, জিনিসের দামটা বেশি গুরুত্ব নয়। অনলাইন মানি হয়ে যাওয়াতে অনলাইনে টাকা পেমেন্ট করাও খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া যাতায়াতের খরচও বাঁচে।' আন্দুল এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব সাহা অনলাইনে কেনাকাটা করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের বাড়ির সদস্যরা অনলাইনে কেনাকাটা করে। দামের দিক থেকে কিছুটা কমে পাওয়া যায়, দোকানে কিনতে গেলে সময় বেশি লাগে, যেটা অনলাইনে সময় বাঁচে। এই জন্যই সাধারণ মানুষের অনলাইনে পুজোর সময়ে কেনাকটার ঝোঁক অনেক বেশি। যার ফলে স্থানীয় বাজার একটু বসে গেছে।' তবে যদি এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে অফলাইন ব্যবসার হাল কোথায় দাঁড়াবে, তাই নিয়ে গভীর চিন্তায় দোকানের বস্ত্র বিক্রেতারা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১১ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার

দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্ফিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই লাগাতার বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্ফিতি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হলেও ডিভিসি তাদের বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়া অব্যাহত রেখেছে। জানা গিয়েছে, আজ সকালে পাঞ্চেত ও মাইথন থেকে মোট ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ফলে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমানের বন্যা কবলিত ব্লক গুলিতে মানুষের দুর্দশা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে গত দু'দিন ধরে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় টানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা সহ বিভিন্ন নদীর জল বেড়েছে। সিকিমেও লাগাতার বর্ষণ চলছে। জল বাড়তে শুরু করায় গতকাল রাত থেকে দফায় দফায় তিস্তা ব্যারাজ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। নিচু এলাকা এবং নদী পারের বাসিন্দাদের মাইকিং করে সতর্ক করছে প্রশাসন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। অন্যদিকে, পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী এবং পাহাড়ি ঝোরাগুলিতে জলের স্রোত

বাড়ছে। তার জেরে হড়পা বানের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সারা রাত ধরে বৃষ্টির কারণে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় নতুন করে ধস নামে। কালিম্পংয়ের মেল্লিতে ধস নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলার চিত্রেতে নতুন করে ধস নেমেছে। কালিম্পং জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, আপাতত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পূর্ত দফতর। তাদের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ১০ বন্ধ থাকছে। অন্য দিকে, গরুবাথান থেকে লাভা হয়ে যে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের যোগ্য ছিল, সেটিও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। খুব প্রয়োজন না থাকলে সেই রাস্তা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন।

শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হতে পারে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার। ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নামতে পারে। বাড়তে পারে বিভিন্ন নদীর জলস্তর। চাষেরও ক্ষতি হতে পারে। আগে থেকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

দিল্লিতে সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ সম্মেলনে রাজ্যের তোলা অভিযোগ নস্যাৎ করল রাজভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ সম্মেলনে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবনের বিরুদ্ধে যে অসহযোগীতার অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে রাজভবন জানিয়েছে। কোনও চাপে পড়ে অধ্যক্ষ এধরনের মন্তব্য করেছেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করার পাশাপাশি সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তির বাক সংযমের তাৎপর্যের কথাও রাজভবনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজভবনে বিভিন্ন বিল আটকে রাখা হয়েছে বলে বারবার রাজ্য সরকার ও বিধানসভার অধ্যক্ষের তরফে যে দাবী করা হচ্ছে তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এ ধরনের অভিযোগ এর আগেও বারবার তথ্যভিত্তিক বিবৃতি দিয়ে খ গুন করা হয়েছে এবং বিলগুলি প্রকৃত অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে বা সাম্প্রতিক অতীতেও রাজভবনে কোন বিল অমীমাংসিত থাকেনি বলে তাদের দাবি। সাম্প্রতিককালে বহু আলোচিত 'অপরাজিতা' বিলের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করে রাজভবন জানিয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে বিধানসভার তৈরি হওয়া বিতর্কগুলিকে না দেখেই তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। এখনও ওই 'অপরাজিতা বিল' রাষ্ট্রপতির বিচারাধীন রয়েছে। রাজ্যপাল ও সরকারের পারস্পরিক বিষয়গুলির মধ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষ এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে নাক গলানোর চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেছে রাজভবন।

চিকিৎসকদের অবহেলায় ৩০ জনের মৃত্যু, দাবি 'ভুল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যে মামলা গ্রহণ করা হয়, তাতে মূলত তরুণী চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের মামলা হলেও, শুনানিতে সামনে আসে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। এদিকে আরজি কর মামলায় সওয়াল করছেন ২০০-র বেশি আইনজীবী। রাজ্য সরকার, সিবিআই, মৃতা নির্যাতিতার পরিবার, জুনিয়র ডাক্তার-সহ একাধিক পক্ষ রয়েছে সেই মামলায়। শুনানি হওয়ার পরই শিরোনামে আসেন আইনজীবী করুণা নন্দী। প্রতিটি শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের চিকিৎসকদের হয়ে সওয়াল করতে দেখা যায় তাঁকে। জানা যায়, বাংলার বাসিন্দা না হলেও করুণা বাঙালি। বাংলায় কথাও বলতে পারেন। তাই রাজ্যের মানুষ তথা বাঙালির মধ্যে জনপ্রিয়তা বেড়েছে করুণা নন্দীর। এই মামলায় রাজ্যের তরফে শীর্ষ আদালতে তরফে দাবি করা হয়, চিকিৎসকদের গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩০ জন রোগীর। সেই দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, সে কথাই বললেন ওই মামলার অন্যতম আইনজীবী করুণা নন্দী। প্রসঙ্গত, আরজি কর মামলায় সিনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষে লড়ছেন এই সিনিয়র আইনজীবী করুণা নন্দী।

আইনজীবী করুণা নন্দী এই প্রসঙ্গে জানান, মুখ্যমন্ত্রী ও পদস্থ তৃণমূল নেতারা দাবি করেছেন, 'অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসকদের অবহেলায়। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।' শুধু তাই নয়, এই অভিযোগ তুলে মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্তও যে সঠিক নয় সে কথাও জানান করুণা নন্দী। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর বক্তব্য, 'ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাজ্য আদতে চিকিৎসকদের সমস্যায় ফেলেছেন।' এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আগামী সোমবার আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানিতে এই বিষয়টি তিনি তুলে ধরবেন বলেও উল্লেখ করেন। করুণা নন্দী আরও বলেন, 'আরজি করে যা হয়েছে, সেই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে রাজ্যের সার্বিক পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আনা জরুরি। তার জন্য রাজ্য সরকারের ওপর যে চাপ তৈরি করা হয়েছে, সেটা থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।'

পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের এই সিনিয়র আইনজীবী করুণা নন্দী এও জানান, এই মামলাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত 'পার্সোনাল'। কারণ তিনি নিজে একজন বাঙালি। তিনি মনে করেন, বাঙালি মেয়েদের রক্তে আছে স্বাধীনতা। আর এই আরজি করের ঘটনায় সেই স্বাধীনতা ধাক্কা খেয়েছে। রাজ্যের দায়িত্ব সেটা প্রত্যেক মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়া। এরই পাশাপাশি সিনিয়র এই মহিলা আইনজীবী এও জানান, বাঙালির অনেক ভাল জিনিস আছে। নারীবাদের ক্ষেত্রে বাংলা অনেক এগিয়ে। তাই সমাজ বদলাতে বাংলাকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। গোড়া থেকে বদল না এলে কোনও সরকারই এই বদল আনতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

'সাগরদত্ত, নীলরতন হাসপাতাল তো পাকিস্তানের কব্জায়', বিস্ফোরক অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'কামারহাটির সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পাকিস্তানের কব্জায় চলে গেছে।' কামারহাটি হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকদের ওপর হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবেই কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ। বাংলায় সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই।' তাঁর কটাক্ষ, 'সাগরদত্ত এবং নীলরতন হাসপাতাল তো পাকিস্তানের কব্জায়

চলে গেছে। ওখানে তো দেশের আইন লাগু হয় না। ওই দুই হাসপাতালে পাকিস্তানের নিয়ম কানুন চলে। স্বভাবতই, ওই দুটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নেই।' তাঁর দাবি, রাজ্যের পুলিশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধেয় কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসা এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে চিকিৎসক ও নার্সদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে মৃতার পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতি জারি রেখেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

শ্রীভূমির হাত ধরে শারদোৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেবী পক্ষের প্রথম দিন থেকেই এবার পুজো উদ্বোধনের সূচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রতি বছরের মতো এবারও কলকাতা ও জেলার বহু পুজোর উদ্বোধন হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে। তবে তার আগে মঙ্গলবারই শারদোৎসব সূচনা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। প্রশাসনিক সূত্রের খ বর, ওই দিন পূর্ব কলকাতার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে শারদোৎসবের সূচনা করবেন তিনি। তবে যেহেতু দেবীপক্ষ পড়ছে না তাই পুজোর উদ্বোধন ওই দিন হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের অন্যতম রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন,'মুখ্যমন্ত্রী আগামী মঙ্গলবার আমাদের মণ্ডপে এসে শারদোৎসবের সূচনা করবেন। তার পরের দিন অর্থাৎ মহালয়ার দিন আমরা ক্লাবের সকলে পুজোর উদ্বোধন করব।'

জানা গেছে, ওইদিন শ্রীভূমির মণ্ডপ থেকেই রাজ্যের তিন নতুন দমকলকেন্দ্রের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এরমধ্যে একটি দমকল কেন্দ্র বীরভূমের দুবরাজপুরে, অন্য দু'টি হবে আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায়। মহালয়ার দিন থেকে কলকাতা এবং জেলার একাধিক পুজোর উদ্বোধন শুরু করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রের।

ওএসডির টাকা তোলায় বিব্রত ফিরহাদ, ক্ষমতা কাটছাঁট কালীচরণের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ উঠছে ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতির জেরে অপমানিত বোধ করে পদত্যাগ করতে চেয়েছেন মেয়র, অন্তত সূত্রে এমনটাই খবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগ করার ইচ্ছাও নাকি প্রকাশ করেন ফিরহাদ। যদিও এই বিষয়ে মুখ ্যমন্ত্রী পত্রপাঠ তা নাকচ করে দেন বলেও ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি এই অভিযোগ ওঠার পরই ফিরহাদের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু দায়িত্বে কাটছাঁট করলেন ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, এতদিন মেয়রের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসতেন তাঁরা প্রথমে মেয়রের ও এস ডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় চূড়ান্ত করতেন। এবার থেকে সেই কাজের দায়িত্বভার সামলাবেন মেয়রের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট। তাঁরা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন। এরপর তারাই সাক্ষাতের সময় চূড়ান্ত করবেন। ও এস ডি কালীচরণ শুধুমাত্র মেয়রের কাছে আসা ডিপার্টমেন্টাল ফাইল ও অফিসিয়াল কাজটুকুই সামলাবেন।

আগে শহরের মানুষ যে কোনও অভাব অভিযোগ নিয়ে সরাসরি যে কোন সময়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য যেতেন। এই ঘটনার পর এখন থেকে মেয়রের সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট দিন এবং ধার্য করার সময়ের বাইরে মেয়র আর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, মেয়রের সঙ্গে কে কোথা থেকে দেখা করতে আসছেন এবং দেখা করার পিছনে কারণ কি তা এবার বিশদভাবে জানাতে হবে। এরপর কলকাতা পুরসভায় সোম থেকে শনিবারের মধ্যে নির্দিষ্ট ধার্য করা দিনে ও সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে আসতে হবে। তাছাড়াও কলকাতা পুরসভা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে কারও কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা অবশ্যই লিখিত আকারে প্রথমে জমা দিতে হবে। এরপর অভিযোগটি খ তিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দেবেন মেয়র অথবা তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট।

এখন থেকে মেয়র যতটুকু কাজ নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন ততটুকু কাজই, করবেন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যেকোনও স্তরের মানুষ এছাড়াও কলকাতা পুরসভা সংক্রান্ত বিষয়ে সমাধান করার জন্য সরাসরি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গেই কথা বলতে হবে। এদিকে ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কোনও তদন্ত শুরু হলে সে বিষয়েও পুরসভা সহযোগিতা করবে বলেও জানানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে এও জানা গিয়েছে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মেয়র প্রয়োজনে নিজেও ডিপার্টমেন্টাল তদন্ত করাতে পারেন। নির্দিষ্ট কাজের বাইরে এবার থেকে আর প্রকাশ্যে কারোর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে যথেষ্ট বিব্রত রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় থ্রেট কালচার চলছে: গার্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার থ্রেট কালচার নিয়ে সোচ্চার হলেন বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতে পানিহাটির আঞ্চলিক কমিটির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে থ্রেট কালচার নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জোরালো দাবি, রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় থ্রেট কালচার চলছে। ২০১১ সালের পর থেকেই এই অত্যাচার চলছে। তবে অত্যাচারের নামটা থ্রেট কালচার হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ২০১১ সালের পর থেকেই পুরসভার কর্মচারীরা ভয়ের মধ্যে রয়েছেন। ভয়ের পরিবেশের মধ্যেই কর্মচারীদের কাজ করতে হচ্ছে। শ্রমিক নেত্রীর আরও অভিযোগ, পানিহাটি পুরসভার শ্রমিক কর্মচারীদের থ্রেট করা হচ্ছে। শাসকদলের নিদান, তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে রাত দখল করা যাবে না। মিটিং-মিছিল করা যাবে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ করা হলে কিংবা শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা করা হলে, তারা প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামবেন ।তারা প্রশাসন ও আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তাছাড়া মানুষের জমায়েত করে শ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলনে সামিল হবেন। ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী শুক্রবার বলেছেন, থ্রেট কালচার নাকি একটা তৈরি করা শধ। এপ্রসঙ্গে বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, উনি তো জেরক্স মেশিন। উনি থ্রেট কালচার শধটা শোনেনও নি। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুর ও টিটাগড়ে উনি থ্রেট কালচার চালু করেছেন। ওনার কথায় শ্রমিকদের বেতন হয়। ওনার কথায় জুটমিল খোলে এবং বন্ধ হয়। ওনার কথায় শ্রমিকদের পাঁচ-ছয় ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করানো হয়। ওনার কথায় তোলাবাজি হয়। প্রসঙ্গত, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বাংলায় আন্দোলন জারি রয়েছে। অথচ দোষীরা এখনও ধরা পড়লো না। এপ্রসঙ্গে গার্গী বলেন, তিলোত্তমার বিচার দিতেই হবে। বাংলা ছাড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ বিচারের দাবিতে সরব হয়েছেন। এই জনজাগরণ শাসককে বিচার দিতে বাধ্য করবে।

মহালয়াতেই বিতর্কিত ছবির মুক্তি, সিদ্ধান্তে অনড় রাজন্যা ও প্রান্তিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ড নিয়ে শর্ট ফিল্ম! প্রান্তিক পরিচালিত ওই ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা আগামী ২ সেপ্টেম্বর। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে সেই শর্ট ফিল্মের পোস্টার। আর সেই ছবি মুক্তির আগেই শুক্রবার সাসপেন্ড করা হয় রাজন্যা ও প্রান্তিককে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সিনেমা ভুল বার্তা তৈরি করছে বলে মত তৃণমূলের অন্দরে। তাই দু'জনকেই সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোড়া ফুল শিবির।

মহালয়ার দিন আগামী ২ অক্টোবর এই সিনেমা রিলিজ করার কথা ছিল। প্রান্তিক ও রাজন্যা উভয়েই জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ২ অক্টোবরই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা। সেটা পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে এখ নও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।' আপাতত সিনেমার নির্মাতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মহালয়ার দিন এই সিনেমা রিলিজ করা হবে।

এই প্রসঙ্গে রাজন্যা ও প্রান্তিক এও জানান, 'মহিলাদের ট্রেনে, বাসে, ট্রামে বা সমাজের নানা স্তরে যে হেনস্থার শিকার হতে হয়, তারপরেও কেউ তার সঙ্গে আপোস করে নেন, কেউ বা প্রতিবাদে সরব হন। আমাদের গল্পটা একেবারেই কণ্ঠ ছাড়ার গল্প। ইতিবাচক বার্তা দেওয়ার গল্প। প্রত্যেক নির্যাতিতার প্রতিবাদী হয়ে ওঠার গল্প। যাঁরা আজি করে নিহত চিকিৎসকের থেকে এই শক্তিটা পাচ্ছেন, মা দুর্গার থেকে এই শক্তিটা পাচ্ছেন, ২ অক্টোবর যে শর্টফিল্মটা আসছে সেটাই উত্তর দেবে। এর আগেও আমরা দলের হয়ে নানা সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছি, এখনও সেই কথাই বলছি, দলীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' তাঁরা আরও বলেন, 'পোস্টার দেখে তো বিচার করা যায় না। অনেক মানুষই এর গল্প, এর বিষয়বস্তু জানে না। আদৌ এতে কতটা নেতিবাচক দিক আছে বা ইতিবাচক দিক আছে জানেন না। আমার মনে হয় এরপর আরও বেশি করে এটি সবার সামনে নিয়ে আসা উচিত এবং সবার জানা উচিত আসল বিষয়টা কী।'

এদিকে এই শর্ট ফিল্ম নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। রাজন্যাদের ছবি সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই বলে সরাসরি জানান তিনি। শুক্রবার ছবির বিষয়ে এক্স মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ। সেখানে তিনি লেখেন, 'একটি শর্ট ফিল্মের খবর এসেছে। তবে তার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই।' কুণালের দাবি, 'আরজি করের ঘটনার মতো স্পর্শকাতর বিষয় যেভাবে প্রচারে ব্যবহার করছে, তা দলবিরোধী। বিচারাধীন ঘটনা ছবির প্রচারে ব্যবহার করা উচিত নয়' বলে মনে করেন তিনি। কুণাল আরও লিখেছেন, 'যে বা যারা এরসঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে বলা হয়েছে।' পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দু'জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁদের নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত এই সাসপেনশন বজায় থাকবে।'

রেশন দুর্নীতিতে তৃতীয় চার্জশিট দিল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার অভিযুক্ত আনিসুর রহমান ও আলিফ নূরের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল ইডি। এই মামলায় এই নিয়ে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিল ইডি।

সূত্রের খবর, ১৫৭ পাতার তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের সঙ্গে জমা দেওয়া হয় প্রায় ৩০০০ হাজার নথি। ৩৫০টির বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পাওয়া গিয়েছে এখনও পর্যন্ত তদন্তে। সমস্তটাই উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। সূত্রে খবর, এদিন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে চার্জশিট জমা করে ইডি। চার্জশিটের ইডির তরফ থেকে দাবি করা হয়, রেশন দুর্নীতিতে ১০০০ কোটির লেনদেন হয়েছে আনিসুর ও আলিফের মাধ্যমে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও বাকিবুর রহমানের সঙ্গেও দু'জনের লেনদেনের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এও জানা যাচ্ছে, চার্জশিটে নাম উল্লেখ করা হয়েছে আরও দুই রেশন ডিস্ট্রিবিউটারের। নাম রয়েছে চারটি সংস্থারও। এই দুই ব্যবসায়ীর মাধ্যমে রেশন দুর্নীতির প্রায় হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে চার্জশিটে।

প্রসঙ্গত, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমানের আত্মীয় দুই ভাই আনিসুর ও আলিফকে ২ অগাস্ট গ্রেফতার করে ইডি। গ্রেফতারের আগে দেগঙ্গার এই ব্যবসায়ীর বাড়ি, ধান ও চাল কলে অভিযান চালায় ইডি।

সাগরদত্ত কাণ্ডে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সন্ধেয় কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে মৃতার পরিজন এবং বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় কামারহাটি থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম ঈশ্বর লাল শা, প্রবীণ কুমার শা, সরোজ কুমার শা ও বিকাশ শা। শনিবার ধৃতদের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ধৃতদের চার দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খ তিয়ে দেখে বাকিদের গ্রেপ্তার করা হবে।

শওকত-আরাবুল দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ভাঙড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ভাঙড়ে প্রকাশ্যে শওকত-আরাবুল দ্বন্দ্ব। শুক্রবার রাতে ভাঙড়ের পোলেরহাট থানা এলাকার ভোজেরহাটে ভাঙচুর চালানো হয় আরাবুল ছায়াসঙ্গী লালবাবু মোল্লা ওরফে আলতুর অফিস ও গাড়িতে, এমনটাই অভিযোগ আরাবুলের। এর পাশাপাশি ঘটনার পর পোলেরহাট থানায় এসে আরাবুল সরাসরি অভিযোগ করেন শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে। অভিযোগে আরাবুল এও জানান, শওকত মোল্লার নির্দেশেই এই কাজ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জেল মুক্তির পর এই প্রথম শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন

আরাবুল। দেখে দেখে পুরাতন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মারা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। আরাবুলের অভিযোগ, ঘটনায় ভাঙড়ের কেউ নয়, ক্যানিং পূর্ব থেকে লোকজন নিয়ে এসে তৃণমূল কর্মীদের মারছে শওকত মোল্লা। ক'দিন আগেই ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারে একটি দলীয় কর্মীসভায় শওকত মোল্লাকে বসিয়ে একাধিক নেতারা আরাবুল অনুগামীদের মারের হুমকি দিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর গত শুক্রবার পোলেরহাট থানা এলাকার সাতুলিয়াতে আরাবুল ইসলামের চা চক্রে হামলার হয়। কারা ছিল হামলার পিছনে তা নিয়েও বিস্তর চাপানউতোর চলে। যদিও আরাবুল শিবিরের অভিযোগ ছিল শওকত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এরপর আবার সেই শুক্রবার রাতেই আরাবুল অনুগামী আলতুর অফিস ও গাড়ি ভাঙচুর। তবে এই ঘটনায় শওকত মোল্লা মুখে কুলুপ আঁটলেও আরাবুল অনেকদিন পর সরাসরি দলের বিরুদ্ধেই মুখ খুললেন।

লেক থানার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল টলিউড

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমলার স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলায় শুক্রবার পুলিশকে ভর্ৎসনা করতে দেখা যায় হাইকোর্টকে। সঙ্গে লেক থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ওঠে প্রশ্ন। হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই বদলে দেওয়া হয়েছে তদন্তকারী অফিসার। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে লেক থানার ওসির সঙ্গে এক সাব ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট এবং তিন মহিলা আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন বিচারপতি। সূত্রের খবর, তিরস্কৃত হওয়ার পর উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা ভাবছে লেক থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশের লিগ্যাল টিমের সঙ্গে হাইকোর্টের অর্ডার কপি নিয়েও আলোচনা চলছে।

এদিকে আরজি কর আবহে যখ ন উত্তাল রাজ্য, ঠিক সেই সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশকে নিয়ে টলিউডে উঠল নিন্দার ঝড়। কারণ, নিগৃহীতার আইনজীবী বলছেন, '৩ জুলাই ঘটনাটা ঘটে। ঘটনা ঘটার পর নির্যাতিতা যখন লেক থানায় গিয়েছিলেন। অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তিনি ধর্ষণের কেস করেছিলেন। কিন্তু কোর্টে যে অভিযোগ পত্র যায় তাতে দেখা যায় ধর্ষণের ধারায় মামলা রুজু হয়নি। অভিযুক্ত জামিনও পেয়ে যায়। নিয়ম বলছে অভিযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেডিক্যাল টেস্ট করা দরকার।

কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে এই ঘটনার ৩৫ দিন পর মহিলার মেডিক্যাল চেকআপ করায়। মামলা তুলে নেওয়ার জন্যও অনেক প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ করেছেন মহিলা।'

এদিকে ক্ষোভে ফুঁসছেন অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রেপ কেসে লঘু ধারায় মামলা হল। শেষে হাইকোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল। আর কবে বিচার হবে? পুলিশের এই দুর্নীতি আর কবে থামবে?' একই সুর অভিনেতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের গলাতেও। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'আদৌও কী কলকাতা দেশের মধ্যে সবথেকে নিরাপদ শহর? আমাদের যাঁরা দেখভালের দায়িত্বে আছেন তাঁরা কতটা দায়িত্ব নিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করছেন সেটা কিন্তু ভেবে দেখার বিষয়।'

চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলছেন, 'রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লড়াই থাকবে। এই বিচার চাইব রাজ্য সরকারের কাছে। কেন এমন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হবে?' কড়া প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে বিজেপিও। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলছেন, 'নিম্ন আদালতে জামিন দিয়েছিল কারণ পুলিশ তো প্রমাণই করতে পারেনি। হাসপাতালের ভিতর একজন ডাক্তার রেপ হচ্ছেন, আমলার স্ত্রীর সঙ্গে এ ঘটনা ঘটছে, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?'

শিল্পাঞ্চলে প্রাক্তনীদের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনার প্রতিবাদে বাংলায় আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে শনিবার বিকেলে মশাল মিছিল করেন ইছাপুর, পলতা ও ব্যারাকপুর অঞ্চলের স্কুল-কলেজের প্রাক্তনীরা। শিল্পাঞ্চলের ইছাপুর পুলিশ ফাঁড়ির কাছ থেকে প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছে গিয়ে সেই মিছিল শেষ হয়। মিছিলে যোগ দিয়ে ইছাপুর গার্লস হাই স্কুলের প্রাক্তনী দেবযানী দাশগুপ্ত বলেন, তদন্ত ধীর গতিতে হোক। কিন্তু তদন্ত সুষ্ঠুভাবে হোক। প্রকৃত অপরাধীরা যেন দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি পায়। দেবযানীর আক্ষেপ, তিলোত্তমার অপরাধী হিসেবে একমাত্র সঞ্জয় রাইয়ের নাম উঠে এসেছে। বাকিদের নাম এখনও তেমনভাবে প্রকাশ্যে আসে নি। তাঁর দাবি, সুষ্ঠুভাবে তদন্ত হোক যাতে অপরাধীরা সাজা পায়। এদিন তিনি নারী সুরক্ষার পরিকাঠামো বদলানোরও দাবিও তোলেন।

সম্পাদকীয়

ইয়েচুরি মার্কসবাদী চিন্তায় এক উদারবাদী পথ খোঁজার পথপ্রদর্শক ছিলেন

‘দুনিয়া বদলাচ্ছে, বুঝতেন ইয়েচুরি’ বলেছেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার রাজনৈতিক কৌশল দলে পাশ করানোর কৃতিত্ব পেতে পারেন সীতারাম ইয়েচুরি। দিল্লির বর্তমান স্বৈরাচারী শাসককে কী ভাবে আসন থেকে সরানো যায়, জীবনের অন্তিম পর্বেও তা নিয়ে নিরন্তর রাহুল গান্ধী ও অ-বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছেন। তবে ইয়েচুরি সাধারণ সম্পাদক থাকার সময়েই বাংলায় সিপিএমের আসনসংখ্যা শূন্য থাকাও খাতায় থেকে যাবে। তিনি মানবতাবাদী ও ভারতীয় বহুত্ববাদে বিশ্বাস রাখা বাস্তববাদী নেতা। সীতারাম চলে যাওয়ার অর্থ, মার্ক্সবাদী চিন্তায় উদারবাদী পথ খোঁজার এক কারিগরকে হারানো। দুনিয়া যে বদলাচ্ছে, এই অনুভবে সীতারাম নির্দ্বিধায় পাঁচতারা হোটেলের মধ্যাহ্নভোজনে অংশ নিতেন। জনৈক সাংবাদিকের রসিকতার উত্তরে তিনি বলেন; কোথাও লেখা আছে নাকি এক জন কমিউনিস্ট পাঁচতারা হোটেলে খাবেন না। সংসদে সীতারামের বক্তৃতা শুনে মাঝেমাঝে মনে হত, তিনি যেন বিজেপি-বিরোধী সমস্ত দলের সঙ্গে সমন্বয়-রক্ষা করার দায়িত্বে রয়েছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তৃতায় নালন্দার ইতিহাস ও তার গুরুত্ব তুলে ধরে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি, তা সংসদকে অবাক করে দিয়েছিল। সংসদের ভিতরের রাজনীতি কী ভাবে রাস্তায় নিয়ে আসতে হয়, এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি চাইতেনও যে, সংসদের ভিতরের লড়াইটা বাইরের রাস্তাতেও অব্যাহত থাকুক।

শব্দবাণ-৫৯

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ফুলের বাগান ২. প্রাণবান ৫. অনায়াসে কিংবা বিনা ব্যয়ে পাওয়া গেছে এমন ৮. মহাপ্রলয় ৯. উষ্মা, দর্প।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মাধবের স্ত্রী ৩. উপন্যাস ৪. খেলার সাথি ৬. জন্মকোষ্ঠী ৭. শৈথিল্য, আলস্য।

সমাধান: শব্দবাণ-৫৮

পাশাপাশি: ১. অধিনায়ক ৪. বুলি ৫. সুপ্রভা ৭. রমেশ ৯. জবা ১১. সাতসকাল।

উপর-নীচ: ১.অষ্টবসু ২. নার ৩. কবুতর ৬. ভালোবাস ৮. শতদল ১০. দাস।

জন্মদিন

আজকের দিন

মেহমুদ

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মেহমুদের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা তাপস পালের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দীপেন্দু বিশ্বাসের জন্মদিন।*

সেদিনের সোনার বাংলায় আজ হিংসার উন্মত্ততা

দিগন্ত চক্রবর্তী

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বছর কুড়ির প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সফলভাবে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ শেষ হবার পর দলনেত্রী প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল দাঁতে চেপে আত্মবলিদান করেছিলেন, কিন্তু ধরা দেননি ব্রিটিশদের হাতে। মা কে লেখা শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ক্ষুকি করবে মা? দেশ যে পরাধীন। দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে অনেক পুত্র প্রাণ দিয়েছে কিন্তু কোন কন্যা এখনো প্রাণ দেয়নি। তাদের অনুপ্রেরণা দিতেই আজ আমার এই মৃত্যুবরণ।ক্ষু যে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন বুকে নিয়ে সেদিন প্রীতিলতা নিজের জীবন দিয়েছিলেন সেই ভারতবর্ষের মানচিত্রে স্থান হয়নি চট্টগ্রামের। সেই চট্টগ্রামের বর্তমানের ভয়াবহ চিত্র দেখে মনে প্রশ্ন আসে, এই রূপ দেখার জন্যই কি তিনি জীবন দিয়েছিলেন?

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘কোন্ দেশে’ কবিতায় লিখেছেন,

‘কোথায় গেলে শুনতে পাব —
বাউল স্বরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের;রামপ্রসাদের;
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!’

চন্ডীদাস-রামপ্রসাদের বাংলাতেই আজ হিন্দুরা ঘোরতর অসুরক্ষিত। মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতার চট্টগ্রামে আজ রীতিমত সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ চলছে। এটা শুধুমাত্র চট্টগ্রামের ঘটনা নয়, সারা বাংলাদেশ জুড়েই এই পরিস্থিতি। ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ নোয়াখালি দাঙ্গা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, ‘নোয়াখালির হিন্দুমেধ যজ্ঞ’; বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তাতে রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষা ধার করে এটাকে যদি ‘বাংলাদেশের হিন্দুমেধ যজ্ঞ’ বলা হয়, মনে হয় না খুব একটা ভুল বলা হবে।

বাংলাদেশে কিভাবে ধারাবাহিকভাবে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে আসুন তা পরিসংখ্যার মাধ্যমে দেখি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্রিটিশ আমলের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০১ সালে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫ লক্ষ, যা সেই সময়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পর যে সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সেই অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ৩৩ শতাংশ থেকে নেমে আসে একেবারে ১৩ শতাংশে। সর্বশেষ ২০২২ সালের সেন্সাস অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশের একটু বেশি। একটি গবেষণা সংস্থার সমীক্ষা বলছে, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩-র মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়েছেন। সেই অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়েন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৭০ লক্ষেরও বেশি শরণার্থী ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন, যার মধ্যে ৯৫ শতাংশই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস ও দেশ ছাড়ার চিত্র স্পষ্ট করে দেয় সেখানকার হিন্দুদের অবস্থা ঠিক কিরকম।

বাংলাদেশের কথা উঠলে এখন আমাদের চোখে ভেসে ওঠে হিন্দু নিধনের বর্বর চিত্র। কিন্তু কেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের আমলের বাংলাদেশ? ১৮৮৮ সালে বাংলাদেশের শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

‘পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এইযে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।’

জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তার গল্পগুচ্ছেও অনেকগুলোই লিখেছেন শিলাইদহতে বসেই। যে শিলাইদহ, বাংলাদেশকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ণ, কেমন আছে সেই বাংলাদেশের হিন্দু বাঙালিরা?

অত্যন্ত দূর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সময়ের সেই ‘সোনার বাংলা’ আজ হিন্দুদের কাছে আতঙ্কের ভূমিতে পরিনত হয়েছে। সরকার পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে হিন্দুনিধন, হিন্দুদের সফট টার্গেট করার ঘটনা যদিও নতুন না, এই ছক বহুদিন ধরেই চলে আসছে। হাসিনার সরকার পতনের পর থেকেই তাই হিন্দুদের উপর আবারো অত্যাচার, আক্রমণের ঘটনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মতে, গত ৫ আগস্ট থেকে পাহাড়-সমতলে আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা হচ্ছে, যা মানবতাবিরোধী অপরাধ।

জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ‘সন্ধ্যা’ র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন,

‘সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব।/যাহা শুন-যাহা শিখ-যাহা কর-হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও।’

কিন্তু, বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালি হিসেবে বেঁচে থাকাটাই বোধহয় এখন দূরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। না এটা কোনো মনগড়া কথা না, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরগুলোয় চোখ রাখলেই এই আশঙ্কা যে কতটা বাস্তব তা অনুধাবন করা সম্ভব। ২১ সেপ্টেম্বর ‘রয়টার্স’-র একটি রিপোর্ট লিখছে, ‘Many families in Khagrachhari and Rangamati have fled– leaving behind burning houses and businesses.’ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথা হিন্দু বৌদ্ধদের অবস্থা ঠিক কিরকম তা এই রিপোর্ট থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা যে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠার অন্তরায় তা ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের মঞ্চ থেকে দ্বর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যারা ধর্মের নামে অন্য ধর্মকে অত্যাচার করে তথা মানুষকে নিপীড়ন করে তাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন স্বামীজী। ১১ সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, ‘সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জগতে ইহারা মহা উপদ্রব উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশায় নিমগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে তদপেক্ষা কতদূর উন্নত হইতে পারিত!’ এই বিষয়কেই রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। তাইতো, ‘ধর্মমোহ’ কবিতায় তিনি লিখছেন,

‘ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।’

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত ‘রাজা প্রজা’ প্রবন্ধে লিখেছেন ‘এক বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে।’ আজ বাংলাদেশের হিন্দু বাঙালিদের নিধন যজ্ঞ দেখেও যখন এ রাজ্যের তথাকথিত সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন তখন দেখতে পাই কবিগুরুর এই লাইনের কঠোর বাস্তব প্রতিফলন।

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি আলাদা দেশ ঠিকই, কিন্তু এই বাংলাদেশের সাথে আমাদের ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্যের এক গভীর সংযোগ রয়েছে; কারণ এই দেশ যে একসময় অখন্ড ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। এই বাংলাদেশের ফরিদপুরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী; খুলনায় প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়; রাজশাহীতে যদুনাথ সরকার, কুষ্ঠিয়ায় বিপ্লবী বাঘাযতীন; রংপুরে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী; চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা; ঢাকায় হেমচন্দ্র ঘোষ; যশোরে মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষরা; বরিশালে জীবনানন্দ দাশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নামকরণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস, সেই দেশকেই এখন হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত চলছে। মনে রাখতে হবে ১৯০১ সালে ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ যেই কলেজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই কলেজের নাম কিন্তু ‘জগন্নাথ কলেজ’। তাই লক্ষ্য করলে দেখব, ৭৫ বছর আগের বাংলাদেশের যা ইতিহাস তা আদতে অখন্ড ভারতবর্ষেরই ইতিহাস।

অখণ্ড ভারতবর্ষের এই অংশ ঐতিহাসিক চক্রান্তের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই ইতিহাসগুলো ভুলে গেলে চলবে না। ভুললে হবে না আমাদের পূর্বপুরুষদের চরণধুলি মিশ্রিত রয়েছে এই বাংলাদেশে। তাইতো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন,

‘মোদের পিতৃপিতামহের;
চরণ ধূলি কোথা রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।’

মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অপ্রিয় সত্য কথা, ‘ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।’

আজ সময় এসেছে সঠিক ইতিহাস অধ্যায়নের, আজ আর হিন্দু বাঙালিদের আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না, অধ্যায়ন করতে হবে আমাদের নিজেদের ইতিহাস, জানতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ৩১শে মার্চ ঢাকায় পগোজ স্কুলের খোলা ময়দানে প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সামনে স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন সেখানে এই কথাই বলে গিয়েছিলেন তিনি। আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামীজীর সেই বাণী, ‘In the remote past– our country made gigantic advances in spiritual ideas. Let us– today– bring before our mindós eye that ancient history.’

আনন্দকথা

‘‘মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলা দেশে জাঁতি থাকে; — অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। এটি বীরভাব। আমি বারভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তানভাব।

‘‘কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই — বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।

(দর্শনের পর ঐশ্বর্য ভুল হয় — নানা জ্ঞান, অপরা-বিদ্যা —‘Religion and Science—সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান)

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরলাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়; তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে দেখলে ‘‘তোর নাম কি; তোর বাড়ি কোথা’’ — এ-সব জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, ‘‘ভাই, আমি বার তিথি নক্ষত্র

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সরকারি বিদ্যুতের টাওয়ার বসানোর সিদ্ধান্ত জমির বাউন্ডারি ভাঙতে উদ্যত পুলিশ

বাধার মুখে ফিরে যেতে হল প্রশাসনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের হাইটেনশন লাইন যাওয়ার জন্য বসাতে হবে টাওয়ার। সেই টাওয়ার বসানোর জন্য আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত সাতাশা এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করবে প্রশাসন। শনিবার আদালতের এমন নির্দেশনামা নিয়ে পুলিশ নিয়ে প্রশাসন এলে স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে। উত্তেজনা বাড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। বাধ্য হয়ে ফিরে যায় পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা। সরকার নির্ধারিত বা চিহ্নিত জমি হবে অধিগ্রহণ সেই চিহ্নিত জমিতে বেশ কিছু মালিক দেওয়াল তুলে দেওয়ায় বিপত্তি। এদিন বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে জেলা প্রশাসন বুলডোজার, পে লডার নিয়ে এসে সেই বাউন্ডারি ভাঙতে উদ্যোগ নিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। কার্যত পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় স্থানীয়দের।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিস্তীর্ণ জমির উপর দিয়ে যাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে হাইটেনশন লাইন। তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় টাওয়ার বসানো হবে। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে নোটিস দেওয়া হয়েছে টাওয়ার বসানোর জন্য জমির দাম বাবদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু জমির মালিকদের অভিযোগ ওই নোটিসে কিছু ত্রুটি আছে। এখন ক্ষতিপূরণ কত হবে নির্ণয় হবে। উল্টে অনেক শর্ত চাপিয়েছে প্রশাসন। সেই ত্রুটি না শোধরানো পর্যন্ত জমি তারা দেবেন না। তাদের জমির উপর দিয়ে বিদ্যুতে লাইন যাবে ঠিকই কিন্তু নোটিসের মধ্যে বলা আছে তারা ভবিষ্যতে বাউন্ডারি ওয়াল দিতে পারবেন না। ভবিষ্যতে দোতলা বাড়িও করতে পারবেন না। এই নিয়ম কানুন তারা মানতে চাইছেন না। সামান্য জমি নিয়ে, সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুরো জমিটাকেই অকেজো করে দেওয়া হবে। অধিগৃহীত এরকম বেশ কিছু জমিতে জমির মালিকরা বাউন্ডারি দিয়েছিলেন। শনিবার জেলা প্রশাসনের লোকজন সেই বাউন্ডারি পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে ভেঙে দেয়। তাতেই উত্তেজনা বাড়ে। বাধার মুখে পড়ে পুলিশ। সাতসা এলাকার বাউরি পাড়ার বেশ কিছু বাসিন্দা আবার দাবি করেন জমিটি তাদের। বাউন্ডারি তাদের। তারা কোনও নোটিস পাননি। তারা এই জমি কাউকে দেননি আর দেবেন না। এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তারা শুধু বলেছেন আদালতে নির্দেশে তারা সেখানে এসেছিলেন। যদিও কাজ বন্ধ রেখে ফিরে যায় প্রশাসন।

আজও অজানা ছেলের মৃত্যুর কারণ হয়নি তদন্ত, আক্ষেপ হতভাগা এক বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল গোটা রাজ্য। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে ৩ জন। বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন সর্বস্তরের মানুষ। সেই ঘটনার আবহে আর একটি ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তুললেন মৃত চিকিৎসক পড়ুয়ার পরিবার। ২০২১ সালের ১১ অগস্ট বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের তিনতলা থেকে নিচে পড়ে যায় শেখ মোবারক হোসেন নামের এক হাউজ স্টাফ। মৃত্যু হয় তার। পরিবার দাবি তোলে ওটা আত্মহত্যা নয় তাদের ছেলেকে খুন করা হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। এই বিষয়ে রাজ্যের ডাক্তার সংগঠনের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের অগস্ট মাসে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের তিনতলা থেকে নিচে পড়ে শেখ মোবারক হোসেন নামের এক হাউজ স্টাফের মৃত্যু হয়। মোবারকের বাড়ি, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাটের নপাড়া গ্রামে। সেই ঘটনার বিচার চেয়ে পুলিশে দ্বারস্থ হলেও পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেটা আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই ঘটনার আজ তিনবছর কেটে গেলেও বিচার পায়নি পরিবার। ফলে বিচার চাইছেন ওই মেডিক্যাল ছাত্রের বাবা। পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষে ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী। মৃত মেডিক্যাল ছাত্রের বাবা জানিয়েছেন,ছেলের সঙ্গে কি ঘটনা ঘটেছে তা জানা নেই,তবে ছেলেকে খুন করা হয়েছে। পড়াশোনা করতে গিয়ে তাকে খুন হয়েছে ছেলে। ঘটনা ঘটার পরেও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের তরফে তাদের কোনো খবর দেওয়া হয়নি। ছেলের বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে ঘটনার খবর জানতে পারেন তারা। আহত অবস্থায় প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউতে ভর্তি ছিল। তারপর তারা গিয়ে দেখেন ছেলের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে জানিয়ে দেয় মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে কথা বলতে। তাদের বোঝানো হয় ছেলে মদ্যপ অবস্থায় কিছু ঘটিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেছিলেন তার ছেলেকে খুন করা হয়েছে। তদন্তের দাবি করে বিচার চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিচার মেলেনি।

ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। ওই পরিবার যদি বিচার চায় তাদেরকে তারা আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন। এই ঘটনায় কারা যুক্ত আছে। কোনও সিন্ডিকেট রাজ কাজ করে সব কিছু পরিষ্কার হওয়া উচিত।

গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার সিভিক ভলান্টিয়ার

চক্রান্তের শিকার বলে দাবি অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাড়িতে ঢুকে এক আদিবাসী গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। গ্রেপ্তার করা হয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে। আরজি কর কাণ্ডের আবহে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম রহমতুল্লা শেখ। বাড়ি আউশগ্রামের নৃপতিগ্রামে। শুক্রবার রাতে আউশগ্রাম এলাকার ৩০ বছরের এক আদিবাসী বধূ ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে রহমতুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। শনিবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

যদিও ধৃতের দাবি বেআইনি চোলাই মদের কারবার বন্ধ করতে বলায় তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দাদের ও অভিযোগকারী মহিলার দাবি, ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তাকে আগে থেকেই কুনজরে দেখত। শুক্রবার বাড়িতে বধূ একাই ছিলেন। উঠানে তক্তার উপর শুয়ে ছিলেন। কেউ না থাকার সুযোগে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার বাড়িতে ঢুকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। রাতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতেই তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা ও আদালতে তার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করানোর জন্য তাকেও বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

তবে স্থানীয়দের একাংশের মতে রহমতুল্লা শেখ নামের ওই সিভিক ভলান্টিয়ার চক্রান্তের শিকার। জানা গিয়েছে নৃপতিগ্রামে শুক্রবার সকালের দিকে একটি পারিবারিক ঝামেলা নিয়ে কয়েকজন সালিশি সভা বসিয়েছিল। খবর পেয়ে রহমতুল্লা শেখ তাদের কাছে গিয়ে জানিয়ে দেন, এভাবে সালিশিসভা করা যায় না। কারণ পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রামে সালিশি সভা বসানো নিষেধ আছে। এনিয়ে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে কয়েকজনের বাগবিতণ্ডা হয় বলে জানা যায়। সেই আক্রোশ থেকেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে এবং চোলাই মদের কারবার বন্ধ করার কথা বলতেই তার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে বলে ধৃতের দাবি।

রানিগঞ্জের সার্ভিস রোডে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বাবার গাঁজা পাচার ও অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর, এবার তারই ছেলে গ্রেপ্তার হল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হল তার অপর এক সঙ্গী। শুক্রবার রাতে এমনই বিষয় লক্ষ্য করা গেল রানিগঞ্জ থানা এলাকার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির রানীসায়ের মোড় সংলগ্ন সার্ভিস রোডে।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানিগঞ্জ থানার পুলিশ বিশেষ একটি সূত্রে খবর পেয়ে পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে পেল এই বড়সড় সফলতা পেল। পুজোর আগেই কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওই দুষ্কৃতী দল সেই সার্ভিস রোডে দাঁড়িয়ে ছিল তা নিয়েই এখন উঠছে প্রশ্ন। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় উত্তর চব্বিশ পরগনার, নারায়ণপুর খাদিহাটি এলাকার এয়ারপোর্ট থানার বাসিন্দা মানিক দাসের ছেলে বছর ৪১ এর মিঠুন ওরফে বাবন দাস ও তার সঙ্গী ওই একই জেলারই সোদপুরের গোলা থানার বাসিন্দা, বছর ২৫ এর লাডলা কুমারকে পুলিশ রানিসায়ের এলাকার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সার্ভিস রোডে একটি চার চাকা গাড়িসহ আটক করে। সে সময় পুলিশ তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। জানা গেছে এই ঘটনায় মিঠুন দাসের বাবা এর পূর্বেই আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকায় এক দফায় গাঁজা পাচারের জন্য ও অপর দফায় একটি অপহরণের ঘটনায় যুক্ত থাকার কারণে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এবার সেই অভিযুক্তর ছেলের কাছে এরূপভাবে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় এই ঘটনাট অনেকটাই ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশ প্রশাসনকে। কি কারণে কি উদ্দেশ্যে এই এলাকায় তারা ঘোরাফেরা করছিল তা নিয়ে সন্ধিহান প্রশাসন।

শনিবার পুলিশ ধৃতদের আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করে, যেখানে বিচারকের কাছে ধৃতদের আগামীতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান সম্ভবত কোনও ছিনতাই, ডাকাতি, কিংবা ট্রাক হাইজ্যাকিং নয়তো বা কিডন্যাপের ঘটনা সংঘটিত করতে তারা জড়ো হয়েছিল। যদিও ঘটনা তদন্তসাপেক্ষ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৪০ হাজার পুজো কমিটিকে পুজোর অনুদান দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকুল্যে দুর্গাপুজো কমিটিদের চেক প্রদান অনুষ্ঠান ও পূজা গাইড ম্যাপ উদ্বোধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বর্ধমান সংস্কৃতি লোকোমঞ্চে। মূলত পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগেই এদিনের এই অনুষ্ঠান। বর্ধমান শহর লাগোয়া উত্তর, দক্ষিণ সব পুজো কমিটিগুলোকেই আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। আর কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপরেই বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গাপুজো। তাই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলোকে ৮৫ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হোচ্ছে। এবারের পূর্ব বর্ধমান জেলায় উত্তর দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় ২৪০ টি পুজো কমিটি পাচ্ছে সরকারি অনুদান, অন্যদিকে জেলাজুড়ে ৪০,০০০ হাজার পুজো কমিটিকে চেক প্রদান করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার আমনদীপ। শনিবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকোমঞ্চ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে শহরের পুজো কমিটিগুলিকে চেক প্রদান করা হয়। এছাড়াও এদিনের মঞ্চ থেকে বর্ধমান পুরসভার পক্ষ থেকে পুজোর কিছু গাইড লাইন দেওয়া হয়। তার মধ্যে যেমন রয়েছে পুজো কমিটির সমস্ত ক্লাবগুলোকে জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ক্লাবগুলোকে মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে মাইকিং করতে হবে, প্রত্যেক ক্লাবকে ৫টি করে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক ব্যানার টাঙাতে হবে। এলাকায় বাসিন্দারা যাতে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলে সেটা দেখতে হবে। যেসব পুজো মণ্ডপের সামনে ফুড স্টল বা অন্যান্য স্টল থাকবে তাদের নির্দিষ্টভাবে ময়লা ফেলার জায়গা রাখতে হবে। এরকম বেশ কিছু গাইড ম্যাপের উদ্বোধন করা হয় এদিনের এই মঞ্চ থেকে। এদিনের চেক প্রদান অনুষ্ঠান ও পুজো গাইড ম্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস-সহ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ।

পুজোর মুখে হঠাৎ করে কাজ হারিয়ে বিপাকে ২৪ জন লরি চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বাঁকোলা এরিয়ার তিলাবনী কোলিয়ারিতে দীর্ঘদিন ধরে ইসিএলের কয়লা পরিবহণের গাড়ি চালিয়ে আসছেন বেশ কয়েকজন লরিচালক। চলতি মাসের ২২ তারিখ থেকে হঠাৎ তাদের কাজ নেই বলে জানিয়ে দেয় লরির মালিক। পুজোর মুখে হঠাৎ করে এভাবে কাজ চলে যাওয়া এই চরম বিপাকে পড়েছেন ২৪ জন লরিচালক। লরি চালকরা জানান, তিলাবনী কোলিয়ারিতে যে মালিকের ছটি কয়লা পরিবহণের গাড়ি চলত, গাড়ি পিছু চারজন করে স্টাফ কাজ করতেন চারটি শিফটে। হঠাৎ করে তাদের কাজ চলে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ২৪ জন লরিচালক। আর সেই কারণেই কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে শনিবার কোলিয়ারির এমডিও প্রজেক্ট এর সামনে লরি আটকে বিক্ষোভের সামিল হন তারা। লরি চালক তপন দাস জানান, তারা কেউ দীর্ঘ ২৫ বছর কেউ ৩০ বছর ধরে এই লরি চালিয়ে আসছেন, আগে তারা একাই কোলিয়ারিতে লরি চালাতেন অন্য মালিকের অধীনে।বর্তমানে যে মালিকের অধীনে তারা লরি চালাচ্ছেন সেই মালিক হঠাৎ করে চলতি মাসের ২২ তারিখ তাদের আর কাজ করতে হবে না বলে জানিয়ে দেয়।। তাদের জানানো হয় যেহেতু বর্তমানে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ রয়েছে সেই জন্যই লরি বন্ধ, আর সে কারণেই তাদের কাজ করবার প্রয়োজন নেই। কাজ হারানো লরি চালক উত্তম মণ্ডল বলেন, লরি মালিক যে কথা বলেছেন সে কথা ঠিক নয় কেননা লরি মালিকের লরি অন্য একটা প্রজেক্টে চলছে বাইরে থেকে চালক নিয়ে এসেছে। যখন বাইরে থেকে চালক নিয়ে এসে অন্য জায়গায় লরি চালানো হচ্ছে সেখানে তাদের কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না? বলে প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে লরির মালিক সুব্রত মুখার্জি জানান, তিনি লরি লিজে নিয়ে এই কোলিয়ারিতে দিয়েছিলেন, সুতরাং লরির মালিক তিনি নন। তবে লরি চালকরা যে অভিযোগ তুলেছেন যে তাদের কে বসিয়ে বাইরে থেকে লরির চালক এনে লরি চালানো হচ্ছে একথা সত্য বলে স্বীকার করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যেহেতু তিনি মালিক নন তাই মালিক যে চালককে লরি সঙ্গে পাঠিয়েছে তারাই চালাচ্ছে এ বিষয়ে তার কোনও হাত নেই। খনির উৎপাদন বৃদ্ধি হলে লরির সংখ্যা বাড়লে প্রথমেই এই কাজ হারানো লরি চালকদের প্রথমেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন পুজোর মুখে কাজ চলে গেলেও অন্যান্য বছরের ন্যায় পুজোর সময় যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লরিচালকদের দেওয়া হয়েছিল তা তারা পাবেন বলে জানান। তবে লরিচালকদের এই আন্দোলনের ফলে শনিবার সকাল থেকেই তিলাবনী কোলিয়ারীর এমডিও প্রজেক্ট এর পরিবহন বন্ধ হয়ে রইল।

ফর্ম জি (পুনরায় ইস্যুকৃত)

নন্দিনী ইমপেক্স প্রা. লি, কলকাতা, দিল্লি, ওড়িশা এবং অন্যান্য রাজ্যে গ্যাসলাইন সংস্থাপন এবং পাইপলাইন কাজ পরিচালনকারী সংস্থার জন্য-এর আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	নন্দিনী ইমপেক্স প্রা. লি. CIN : U67120WB1993PTC060519
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১০ বিপ্লবী রাস বিহারী বসু রোড, থানা - হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://niplindia.net/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ওড়িশা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি, পাঁচকুলা, কারকিলিয়া, কলকাতা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ এর সর্বশেষ আর্থিক তথ্য অনুযায়ী পরিমাণ : মূল্যায়ণ হয়নি চুক্তির মূল্য কোটিতে : ৬৫.৬৪
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	৩৪
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী বিনিয়োগকারীগণেব তালিকা, ইউআরএল এ প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত পরবর্তী প্রক্রিয়া	বিস্তারিত পাওয়া যাবে প্রস্তাবক পেশাদারের নিকট ইমেল পাঠিয়ে : cirp.nilp@gmail.com
৯.	ইউআরএল এ প্রাপ্ত প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে প্রস্তাবক পেশাদারের নিকট ইমেল পাঠিয়ে : cirp.nilp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৪.১০.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০.১০.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫.১০.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৪.১১.২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৯.১১.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৯.১২.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.nilp@gmail.com

স্বা/-
সিএ শান্তনু ভট্টাচার্য
প্রস্তাবক পেশাদার
মেসার্স নন্দিনী ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
[CIN-U67120WB1993PTC060519] (IN CIRP)
ইমেল আইডি : cirp.nilp@gmail.com/neeljanai@gmail.com
মোবাইল নং : ৯৮৩৬৯৪৩০৬৭
রেজি নং - IBBI/IPA-001/IP-P01141/2018-19/11868

তারিখ : ২৮.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৫.১০.২০২৪
নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ	নিলামর তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১	**মেসার্স কল্পতরু আটাচাকি শপ, স্বত্বাধিকারী : তাপস কুমার ঘোষ,** পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ, **ঠিকানা** - ১, দুর্গাপুর মেন রোড, গ্রাম এবং পোস্ট - দুর্গাপুর, থানা - বালি, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২০৫ **এবং** ৬৪/১, অমরেন্দ্র সরণি, উত্তরপাড়া, হুগলি - ৭১২২৫৮ **জামিনদাতা :** ক. **শ্রীমতি কল্যাণী ঘোষ,** স্বামী শ্রী তাপস কুমার ঘোষ এবং খ. **মানস ঘোষ** পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ **উভয়ের ঠিকানা -** ১, দুর্গাপুর মেন রোড, গ্রাম এবং পোস্ট - দুর্গাপুর, থানা - বালি, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২০৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিনটি গুদাম পরিমাণ ১০৫ বর্গফুট, ৮৮ বর্গফুট, এবং ১০৮ বর্গফুট মোট ৩০১ বর্গফুট একতলায় জি-৩ তলা ভবনে পরিচিত "গীতাঞ্জলি আবাসন" মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ২৪৭২, ২৪৭৩ এবং ২৪৭৮/২৫৪০, খতিয়ান নং ৮৭৪২ এবং ৮৭৮৯, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, দুর্গানগর অভয়নগর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন : ৭১১২০৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পান্নালাল ঘোষের দোকান, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : বিভূতি পাল এর দোকান, পশ্চিমে : বালি দুর্গাপুর রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম তাপস কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১০৫৪ তারিখ ১৪.০২.২০০২, ১-৮৪২০ এবং ১-৮৪২১ তারিখ ১৪.১২.২০০৩।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত**	১,২৬,৭৩,০৮৭.৬৬ টাকা (এক কোটি ছাব্বিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতাশি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) ৩১.১০.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ৬,৫৭,০০০.০০ টাকা খ) ৬৫,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৮.১০.২০২৪**	নিলামের তারিখ ১৫.১০.২০২৪ এবং যোগাযোগ ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১৫২০
২	**ঋণগ্রহীতা : মা গৌরী ট্রেডিং স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি লিপিকা সাহা** স্বামী মানিকলাল সাহা **ঠিকানা** - গ্রাম - দিঘিরপার, ক্যানিং সিনেমা রোড, পো. এবং থানা - ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯ **জামিনদাতা : শ্রীমতি লিপিকা সাহা এবং মানিকলাল সাহা উভয়ের ঠিকানা** - নং ৫১, কালাপাথর, বিজয়নগর, ঝিলতলা শিব মন্দিরের নিকট, হ্যাভলক, দক্ষিণ আন্দামান, পিন - ৭৪৪২১১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : দিঘিরপাড়, জেএল নং ১২১, হাল জেএল নং ১০৬, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, আরএস হাল খতিয়ান নং ৬১৫, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৫, বর্তমান ৪৭৫৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০, থানা : ক্যানিং, এডিএসআর : মাতলা,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি লিপিকা সাহা, দলিল নং ১-৩১৯০-২০১১ সালের, সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্যামলকান্তি দাস, দক্ষিণে : রঞ্জিতকুমার হালদার, পূর্বে : খাস জমি, পশ্চিমে : মানিকলাল সাহার সম্পত্তি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত**	৫০,৬৩,৭৯৭.০৯ টাকা (পঞ্চাশ লাখ তেষট্টি হাজার সাতশ সাতানব্বই টাকা এবং নয় পয়সা) ১৭.০২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ	ক) ৩৯,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯৯,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৮.১০.২০২৪**	নিলামের তারিখ ১৫.১০.২০২৪ এবং যোগাযোগ ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১৫২০

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৯.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Ekdin_Page_6_29092024_Layout 1 9/28/2024 10:31 PM Page 1

কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে ছবি তোলার সময় খাদে পড়ে মৃত্যু হুগলির পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে ছবি তোলার সময় পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হুগলির পর্যটকের। মৃতের নাম দেবব্রত ঘোষ। বছর ৬১ বয়সি এই ব্যক্তি হুগলির দাদপুর থানার মাকালপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। ঘোড়ায় চেপে ঝরনার ধারে ছবি তোলার সময় হঠাৎই ঘোড়া থেকে গভীর খাদে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বীজ ব্যবসায়ী ছিলেন দেবব্রত ঘোষ। বিভিন্ন শস্য বীজ বিক্রির দোকান রয়েছে শিবাইচন্ডী স্টেশনের কাছে। বীজ কোম্পানির সঙ্গে কাশ্মীর ঘুরতে যান গত রবিবার। পহেলগাঁও-এ মনোরম দৃশ্য মোবাইল বন্দি করছিলেন। তারপরে ঘোড়ার উপরে উঠে বসে ঝরনার সামনে তার একটি ছবি তুলে দিতে বলেন ঘোড়া সাওয়ারিকে। সেই সময় অন্যমনস্কভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে সোজা পড়ে যান ঝরনার মধ্যে। প্রায় ৬০ ফুট নিচে পাথরে ধাক্কা খেয়ে তিনি পড়েন। তার মাথায় চোট লাগে। তার সঙ্গীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ব্যবসায়ীর পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা স্ত্রী ও দুই মেয়ে আছে। এক মেয়ে বিবাহিত। অসুস্থ স্ত্রী কয়েকদিন আগেই নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়েছেন। পোলবা-দাদপুর ব্লক প্রশাসন থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি মেইল করা হয় মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে। মৃতের পরিবারের পাশে থাকার জন্য। শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দমদম এয়ারপোর্ট থেকে কফিন বন্দি মৃতদেহ এসে পৌঁছয় তাঁর বাড়িতে। প্রধান অঞ্জন সিংহ রায় বলেন, মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তার জন্য প্রশাসনিকভাবে যা প্রয়োজন করা হচ্ছে। এলাকায় খুবই পরিচিত ব্যবসায়ী দেবব্রত ঘোষ। মাঝেমধ্যে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে গিয়ে তাঁর দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শোকাহত গ্রামবাসীরা।

বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ বিলি করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় বন্যা দুর্গতদের পাশে থেকে ত্রাণ বিলি করলেন রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি মানিকচকের ভূতনি এলাকার বানভাসিদের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির মোবাইল ফোনে লাইভ ভাষণ শোনালেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন মালদায় একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। প্রথমেই তিনি এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ মানিকচক ব্লকের ভুতনি এলাকার বানভাসিদের সমস্যার কথা শোনার জন্য ওই এলাকায় যান। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ বিশিষ্টজনেরা। ভূতনি এলাকার বন্যা পরিস্থিতির তদারকি করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এরপর বানভাসিদের শিবিরে গিয়ে পর্যাপ্ত ত্রাণ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের মন্ত্রী নির্দেশ দেন যাতে, বানভাসি মানুষেরা কোনওভাবেই সমস্যায় না থাকেন। তাদের ত্রাণ বিলি এবং দুইবেলা খাবারের ব্যবস্থা করারও বিষয়টিও খোঁজ নিয়ে দেখেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এদিন মানিকচক ব্লকের গোপালপুর এলাকার গঙ্গার জলে প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকার পরিদর্শন করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ফোন থেকে লাইভ বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, গঙ্গা ভাঙন একটি জাতীয় সমস্যা। কিন্তু কেন্দ্র সরকার প্রথম থেকেই এই জাতীয় সমস্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে আসছে। বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে ভাঙন রোধের কাজ সম্পূর্ণভাবে করা যায়নি। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে গঙ্গার জল বেড়েছে মালদার মানিকচক এবং ভূতনিতে। বানভাসিরা যাতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে প্রতিটি মুহূর্তে বানভাসিদের সমস্যা তদারকি করে দেখানো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর এদিন বিকেলে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে তৃণমূলের একটি সাংগঠনিক কর্মশালায় অংশ নেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতার কারণেই মালদার মানিকচকের ভূতনির এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বানভাসি মানুষদের সঙ্গে দেখা করে তাদের যতটা পেরেছি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছি। এছাড়া, কর্মশালা শেষ হওয়ার পর ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে তৈরি হওয়া মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র একটি সাজানো মডেল ও আলোকসজ্জার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই ৩ বছর প্রতিমা পর পটচিত্রে দেবীদুর্গার আরাধনা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

কথিত, এই দুর্গা পুজোয় দিব্য দেহে উপস্থিত থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় ১৮৬৮ সালে গোঘাটে তাঁর সিহড় গ্রামের বাড়িতে দুর্গাপূজা করেন। সেই পুজোয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিব্যদেহে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর নিজ মুখে তাঁর ভাবশরীরে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছিলেন। পরম্পরা মেনে মন্দিরে দেবীদুর্গার পটচিত্রে পুজো হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ঠাকুর দিব্যদেহে এই পুজোয় এখনও উপস্থিত থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনজীবনে হৃদয় ছিলেন তাঁর মামার প্রধান সেবক ও সহায়ক। হৃদয়রাম নিজের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজের বাড়িতে দুর্গাপূজা করার সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পুজোর সম্মতিও দিয়েছিলেন। যদিও সেই পুজোয় যাওয়া নিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন। রানি রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে জানবাজারের পুজো ছেড়ে কোথাও যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি অবশ্য হৃদয়রামের দুর্গাপূজায় আর্থিক সহায়তা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হতাশ ভাগ্নেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,তুই শুধু শুধু দুঃখ করছিস কেন? আমি প্রতিদিনই তোর পূজায় উপস্থিত থাকব;তবে স্থূল দেহে নয়, সুদ শরীরে। যখনই সুদ শরীরে আমি তোর পূজা দেখতে যাব; তখন আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই স্পষ্টই দেখতে পাবি। সেইসঙ্গে পূজা সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রেখে নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস এবং একেবারে উপবাস না করে মধ্যাহ্নে দুধ, গঙ্গাজল ও মিছরির শরবত পান করিস। ওইভাবে পূজা করলে মা জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। হৃদয়রাম মামার নির্দেশ ও উপদেশ মতো পূজার আয়োজন করেন। ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সম্পন্ন হয়। সপ্তমীর দিন রাত্রে মা দুর্গাকে আরতি করার সময় তিনি বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য শরীরে দেবী প্রতিমার পাশে ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। পরবর্তীকালে হৃদয়রাম বলতেন, দুর্গাপুজোর অবশিষ্ট প্রতিদিনই ওই একই সময়ে এবং সন্ধি পুজোকালে তিনি দেবী প্রতিমার পাশে তাঁর মামাকে জ্যোতির্ময় শরীরে দেখতে পেতেন। বিজয়া দশমীর কিছুকাল পরেই হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে ফেরেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য দেহে দেখার কথা বলে। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, আরতি ও সন্ধি পূজার সময় তোর পুজো দেখার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত এবং তারই ফলে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল। তখনই আমি অনুভব করতাম, যেন জ্যোতির্ময় শরীরে তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হয়েছি। পরিবারের সদস্যরা জানান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে ভাবাবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন, পরপর তিন বছর পূজা করার জন্য। ঠাকুরের নির্দেশ মেনেই তিনবছর প্রতিমা পুজো হয়। পরবর্তীতে পটচিত্রে দেবি দুর্গার পুজো শুরু হয়। হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের এক বংশধর বলেন, আমার দাদুর সেই পুজো এখনও প্রথা ও রীতি মেনে হয়ে চলেছে। ১৮৯৯ সালে প্রায় ৫৯ বছর বয়সে দাদু সিহড় গ্রামে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও ঠাকুরের নির্দেশিত নিয়মনীতি মেনেই পুজোর সব আচার পালন করা হয়।

সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট পুরসভার সুইমিংপুলে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। সুরেশ রঞ্জন পার্কে শুরু হওয়া এই সাঁতার প্রতিযোগিতার সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুল কান্তি ঘোষ, মহেশ পারখ সহ আরো অনেকে। এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় ২৪ টি ইভেন্টে প্রায় ১৪০ জনের মতো প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, বালুরঘাট পুরসভার যে সুইমিং পুলটি রয়েছে, সেটি জেলার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রচুর শিক্ষার্থী আমাদের শহর, জেলা এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এবং আমাদের শহরে এবং জেলাকে উন্নতমানে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বালুরঘাট পুরসভার সুইমিংপুলে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাদেরকে নিয়েই এই বছরের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

মালদার আদিনা ফরেস্টে বিদেশি পাখি শুমারির কাজ শুরু করল বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুজোর উৎসবের মুখে মালদার আদিনা ফরেস্টে বিদেশি পাখি শুমারির কাজ শুরু করল বনদপ্তর। তবে গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা কথা জানিয়েছে বনদপ্তর। যার মধ্যে রাশিয়ান বার্ড এই আদিনা ফরেস্টে এবারে বেশি করে বাসা বেঁধে প্রজনন ঘটাতে পারে বলেও মনে করছে বনদপ্তরের কর্তারা। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে পাখি শুমারির কাজ। আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের প্রতিটি গাছ ধরে পাখির বাসা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি গোনা হচ্ছে পরিযায়ী পাখিদের বাসা। গড় পরিসংখ্যান অনুযায়ী খাতা বন্দি করা হচ্ছে বর্তমান পাখিদের বাসস্থান ও প্রজননের সংখ্যা। মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জোসেফ বলেন, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে গত বছর প্রায় আট হাজার বিদেশি পাখি এসেছিল। প্রজনন বৃদ্ধির পর শীতের শেষে সেই পাখির দল চলে যায়। কিন্তু সারা বছরই এই বিদেশি পাখির আনাগোনা থাকে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। এবছর দশ হাজারেরও বেশি বিদেশি পাখির আদিনা ফরেস্টে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের জন্য বিশ্রামের সুব্যবস্থা করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদা জেলার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকশো একর জমির উপর অবস্থিত রয়েছে রাজ্য সরকারের এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। প্রতি বছরই এই ডিয়ার ফরেস্টে বিভিন্ন দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিদের দল এসে বাসস্থানের পাশাপাশি প্রজনন ঘটায়। অক্টোবর শুরু হতেই বিদেশি পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আর ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতেই বিদেশি পাখিদের দল ফিরে যায় তবে গত কয়েক বছরের ব্যবধানে রাশিয়ার এক ধরনের বিলুপ্ত প্রজাতির পাখি আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে আসতে শুরু করেছে। পাশাপাশি এই ফরেস্টে রয়েছে হরিণ। যার ফলে পুজোর মরশুম থেকে শুরু হয় পর্যটকদের আনাগোনা। চলে শীতের মরশুম পর্যন্ত।

আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ইন্দ্রজিৎ দাস বলেন, পাখি শুমারির ক্ষেত্রে বিশেষ একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। মূলত এই ডিয়ার ফরেস্টের যতগুলো গাছ রয়েছে, সেই গাছগুলোকেই নাম্বারিং অনুযায়ী চিহ্নিতকরণ করা হয়। এরপর দফায় দফায় প্রতিটি গাছের কতটি করে পাখির বাসা রয়েছে সেগুলি গণনা করা হয়। একটি বাসা অনুযায়ী গড়ে তিনটি করে পাখির সংখ্যা ধরা হয়। কারণ, কোনও বাসায় দুটি পাখি থাকে, আবার কোনও বাসায় চারটিও পাখিও থাকে। ফলে গড় অনুপাতে তিনটি করে ধরা হয়। তারপরেই পাখি শুমারির সম্পূর্ণ সমীক্ষা কয়েকদিনের মধ্যেই তুলে ধরতে পারি আমরা। মূলত এবছর সাইবেরিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে। তার সঙ্গেও রাশিয়া থেকেও এক ধরনের বিশেষ প্রজাতির পাখি আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে আসতে শুরু করেছে। মাসের পর মাস এরা উড়তে থাকে। অবশেষে সেপ্টেম্বর থেকেই গাছে ভিড় করে বিদেশি পাখিদের দল। যদিও সারা বছর আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে পরিযায়ী পাখিরা বাসা করে প্রজনন ঘটায়।

আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ইন্দ্রজিৎবাবু আরো বলেন, অক্টোবর মাস থেকে রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে মাইনাস ডিগ্রিতে পৌঁছে যায় তাপমাত্রা। ফলে সেই চরম ঠান্ডায় পাখিরা থাকতে পারে না। ফলে এই ধরনের পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা সংখ্যা বাড়ে ভারত-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ফরেস্টে।

বন্যা নিয়ে দিলীপ ঘোষের নিশানায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুরে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের প্রস্তুতি বৈঠকে এসে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, আরজি কর ও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ডিভিসি তাদের জলধারে যে জল ধরে রাখে সেই জলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। সেই বিদ্যুৎ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চলছে। আর যখন বন্যা হয় তখন ডিভিসিকেই গালাগালি করে। ডিভিসি-র ওপর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ নির্ভর করে। আসলে এই রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা করার মতো কোনও ব্যবস্থাই নেই। কিছুই করেনি এই সরকার। ইচ্ছে করেই করেনি। বন্যাকে জিইয়ে রেখে এরা বার্ষিক ইনকামের রাস্তা তৈরি করেছে। বন্যা হলেই ত্রাণ বিলি, ত্রাণ লুটপাট। আবার, কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করে লুটপাট করার জন্য। মানুষ মরে মরুক। এদের কোনও দায়িত্ব নেই। খালি ত্রাণ বিলি, আর ত্রাণ লুটপাটের জন্য বন্যাকে ব্যবহার করা হয়।

আরজি কর প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, যতক্ষণ না সুবিচার আসছে, দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে; আন্দোলন চলবে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মানুষ তিন তিনবার ভোট দিয়ে ওনাকে (দেবকে) সাংসদ বানিয়েছে। কি করেছেন উনি? শুধু মুখ দেখালেই কি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। কিছু তো করুন। ছবি তোলার রাজনীতি বন্ধ হোক। ওনার মুখ্যমন্ত্রীও ছবি তুলছেন, উনিও ছবি তুলতে চলে যাচ্ছেন। এসব বন্ধ হোক।

লরি ও টোটোর সংর্ঘষে চালক-সহ আহত ১০ জন স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সকালে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত ঝাঁপড়া মোড়ের অদূরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় টটোর চালক সহ মোট ১০জন আহত হলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে এলাকার ৯জন স্কুল পড়ুয়াকে নিয়ে একটি টোটো স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি লৌহ আকরিক বোঝাই লরি এসে টোটোকে ধাক্কা মারলে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ার কারণে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদায় নৌকোডুবি, নিখোঁজ ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শনিবার বিকেলে মানিকচকের ভূতনি এলাকায় গঙ্গা নদীতে নৌকোডুবির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ালো। নৌকোয় ১০ জন যাত্রী থাকলেও তিনজনের কোনো খোঁজ এখনো পর্যন্ত মেলেনি। তবে বাকিরা কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে উঠেছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। আর এই ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছয় মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সহ ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ কর্তারা। যদিও নিখোঁজ তিনজনের নাম ও পরিচয় এখনো জানতে পারিনি পুলিশ। উল্লেখ্য, গঙ্গা নদীর জল প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আর তাতেই গ্রাম থেকে ভিটে মাটি হারা হয়ে জলবন্দি হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দারা। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে জলবন্দি মানিকচকের গোপালপুর, ভূতনি, কেশরপুর, উত্তর চন্ডীপুর, দক্ষিণ চন্ডীপুর, কালুটোনটোলা সহ একাধক গ্রাম। এরই মধ্যে মানিকচকে নৌকো ডুবির ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ হয় তিনজন। উত্তর চন্ডীপুর ও দক্ষিণ চন্ডীপুর এলাকা থেকে এদিন মানিকচক থানার মথুরাপুর এলাকার শনিবারি হাট যন্ত্র চালিত নৌকো করে যাচ্ছিলেন প্রায় ১০-১২জন। সেই সময় হঠাৎ গঙ্গায় জলের তোরে নৌকো ডুবে যায়।

দুঃস্থদের হাতে চার হাজার নববস্ত্র তুলে দিলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: শনিবার সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সিঙ্গুর ১ নং, সিঙ্গুর ২ নং, বাসুবাটি ও বলরামবাটি, কেজিডি, গোপালনগর, মির্জাপুর ও নসিবপুর অঞ্চল সহ মোট ৮টি অঞ্চলের প্রায় ৪০০০ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা মানুষদের হাতে দুর্গাপুজোর বস্ত্র তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দমোহন ঘোষ সহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্ববৃন্দ। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, সিঙ্গুর নসিবপুর বলরামবাটি সহ ৮ টি অঞ্চল পঞ্চায়েত এলাকার পিছিয়ে পরা মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল।

সুন্দরবনের শবর জনগোষ্ঠীদের শিক্ষার আলোয় ফেরানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথর প্রতিমা: পাথরপ্রতিমার জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের শত দাসপুর গ্রামে সুন্দরবন শিশু বিকাশ কেন্দ্রের নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এবং ওএআর এর যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের আদিবাসী শবর জাতির ছাত্র-ছাত্রী এবং অধিবাসীদেরদের উপস্থিতিতে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর লোগো উদ্বোধন হল। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বেরা। এরপর নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের লোগো উদ্বোধন করেন ডঃ সুকান্ত রায়। ছাত্র-ছাত্রীদের জল সংরক্ষণ বিষয়ক অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে এনএসএফ এর ট্রাস্টি মেম্বার অধ্যাপক (ড.) শান্তনু বেরা বলেন, প্রথমে ওএআর এই সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া শবর জনগোষ্ঠীদের শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত করার জন্য দিশা দেখিয়ে ছিল। আজ এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রে এসে প্রথম আমাদের এই লোগো ওপেনিং থেকে শুরু করে গাছের চারা লাগানো এবং গাছ বিতরণ ও শবর জনগোষ্ঠী পড়ুয়াদের বস্ত্র বিতরণ করা হলো। এছাড়া সুন্দরবনের যে সব জায়গায় জ্ঞানের আলো সেই রকম ভাবে পৌঁছয়নি, সে সব জায়গাতে মানুষদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের হাতে পুজোর পোশাক তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে সবর জনগোষ্ঠীর একজন বাসিন্দা বিশু ভক্তা বলেন, আমরা চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে। তারা পড়াশোনা করুক। আমাদের রুজি রোজগারের জন্য যেমন কাঁকড়া ধরা, গভীর জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করা, এমন পেশা তাদের হতে দেব না। আজ এই দিনটিতে ছেলেমেয়েরা পেট ভরে খেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. সুকান্ত রায় বলেন, আমি ওএআর এবং নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জি প্লটে উপজাতি পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। ওএআর দ্বারা পরিচালিত সেই স্কুলে বাচ্চাদের পুজোর আগে কিছু বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এদিন ওএআর এর পক্ষ থেকে ডা. সুকান্ত রায় ও ডা. রবীন্দ্রনাথ বেরাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে ওএআর এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস এবং নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের পক্ষে পার্থসারথি মণ্ডল। ওএআরের পক্ষে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর ট্রাস্টি মেম্বারদের চারা গাছ তুলে দেন সম্পাদক

পিঙ্ক পেট্রোল ভ্যানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ পুলিশ জেলায় সুসংহত কন্ট্রোল রুম (দৃষ্টি) ও মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক পেট্রোল ভ্যানের সূচনা করল এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকার। বনগাঁ পুলিশের পক্ষ থেকে দশভূজা নামে দশটি প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল আগেই। সেই ১০ টি প্রকল্পের জন্য বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে একটি সুসংহত কন্ট্রোল রুমের (দৃষ্টি) উদ্বোধন করা হয় শনিবার। উদ্বোধন করেন এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকার ও ডিআইজি বারাসাত ভাস্কর মুখার্জি। এছাড়াও এদিন মহিলা সুরক্ষার জন্য মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক পেট্রোল ভ্যানের সূচনা করা হয়। অন্যদিকে নাবালিকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা দুই সাধারণ মানুষকে সংবর্ধিত করা হয় এদিন। এই বিষয়ে বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার জানিয়েছেন, বনগাঁ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে 'দৃষ্টি' সুসংহত কন্ট্রোল রুম চালু হল। এখান থেকে পুরো জেলা কন্ট্রোল করা হবে। ইতিমধ্যেই ২০০ সিসিটিভি ক্যামেরার তথ্য এখান থেকে আমরা পাচ্ছি,পরবর্তীতে আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শনিবার ২ টি মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক পেট্রোল ভ্যান চালু করা হয়েছে। আগামীতে প্রতি থানাতে এই পিঙ্ক পেট্রোল ভ্যান চালু করা হবে।

শনিবারেও বৃষ্টি কানপুরে, এক বলও খেলা হল না,

নিজস্ব প্রতিনিধি: কানপুরে শনিবারও বৃষ্টি। খেলা শুরুই করা সম্ভব হল না। মাঠ ঢাকা রইল। চা বিরতির আগেই জানিয়ে দেওয়া হল যে শনিবার খেলা শুরু করা সম্ভব নয়। তার আগেই রোহিত শর্মা, নাজমুল হোসেন শান্তরা হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন।

বৃষ্টির কারণে শুক্রবার মাঠ ভিজে ছিল। তাই এক ঘণ্টা দেরিতে টস হয়। খেলাও শুরু হয় দেরিতে। ৩৫ ওভারের বেশি খেলাও হয়নি। খারাপ আলো এবং বৃষ্টির কারণে সময়ের আগেই দিনের খেলা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ারেরা। শনিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার এবং কোচেরা সাজঘরে আড্ডা দিলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরাও সাজঘরে নিজেদের মতো সময় কাটালেন। অপেক্ষা করলেন বৃষ্টি থামার। কিন্তু সেটা হল না। শেষ পর্যন্ত হোটেলে ফিরে যান তাঁরা।

শনিবার ৮০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। জানানো হয়েছিল, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিকালের দিকে ঝড়ের সম্ভাবনাও রয়েছে। সারা দিন আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন। রবিবারও কানপুরের আয়োজকেরা নিশ্চিত থাকতে পারবেন না। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। সে দিন আকাশ থাকবে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৯ শতাংশ। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সে দিন বিকালের পর থেকে উন্নতি হবে আবহাওয়ার। সোমবার এবং মঙ্গলবার, অর্থাৎ ম্যাচের শেষ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন নেই কানপুরে। শেষ দু'দিন পুরো খেলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কানপুরে যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট ড্র হয়ে যায়, তা হলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত পাবে চার পয়েন্ট। সম্ভাব্য ১৩২ পয়েন্টের মধ্যে (১টি টেস্টে ১২ পয়েন্ট সর্বোচ্চ পাওয়া যায়) ৯০ পয়েন্ট হবে ভারতের। পয়েন্ট শতাংশ হবে ৬৮.১৮। তা হলেও রোহিতেরা অস্ট্রেলিয়ার উপরেই থাকবেন।

অন্য দিকে, শ্রীলঙ্কা-নিউ জল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হলে দু'দলই পাবে ৪ পয়েন্ট করে। ফলাফল হলে জয়ী দল পাবে ১২ পয়েন্ট। তৃতীয় স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কা জিতলে সম্ভাব্য ১০৮ পয়েন্টের মধ্যে তাদের সংগ্রহ হবে ৬০ পয়েন্ট। পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫৫.৫৫। চতুর্থ স্থানে থাকা নিউ জল্যান্ড জিতলে সম্ভাব্য ৯৬ পয়েন্টের মধ্যে ৪৮ পয়েন্ট পাবে। তাদের পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫০। গলের টেস্ট ড্র হলে শ্রীলঙ্কা এবং নিউ জল্যান্ডের পয়েন্ট শতাংশ হবে যথাক্রমে ৫৬.১৬ এবং ৪১.৬৬। অর্থাৎ, গলে জিতলেও শ্রীলঙ্কা বা নিউ জল্যান্ড টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে প্রথম দুইয়ে আসতে পারবে না।

৬ বছর পর ইনিংস হারের শঙ্কায় নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৮ সালের পর প্রথমবার ইনিংস ব্যবধানে হারের শঙ্কা নিয়ে গলে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনটা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টিতে আগেভাগেই শেষে হওয়া দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট ১৯৯ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কাকে আবারও ব্যাটিংয়ে নামাতে আরও ৩১৫ রান দরকার সফরকারীদের। কাল কঠিন সেই কাজটা করতে নামবেন অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ৭৮ রান যোগ করা টম ব্লান্ডেল (৪৭*) ও গ্লেন ফিলিপস (৩২*)।

গতকাল ৬০২ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল শ্রীলঙ্কা। নিউজিল্যান্ড দিনটা শেষ করেছিল ২ উইকেটে ২২ রান নিয়ে। আজ লাঞ্চের আগেই আর মাত্র ৬৬ রান যোগ করেই ৮৮ রানে অলআউট নিউজিল্যান্ড। টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই প্রথম ১০০ রানের কমে অলআউট হলো কিউইরা। শ্রীলঙ্কা এর আগে নিউজিল্যান্ডকে সর্বনিম্ন ১০২ রানে অলআউট করেছিল ১৯৯২ সালে।

প্রতিপক্ষকে ৮৮ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৫১৪ রানের লিড পায় লঙ্কানরা। টেস্টে ইতিহাসে প্রথম ইনিংসে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ লিড। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৭০২ রানের লিড পেয়েছিল ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডকে এমন রেকর্ডে চাপা দেওয়ার পর নিজেরা আবারও ব্যাটিংয়ের নামেনি শ্রীলঙ্কা। তাতে ২০২৪ সালে প্রথমবার কোনো দলকে ফলো অন করতে দেখে টেস্ট ক্রিকেট।

ফলো করতে নেমে নিউজিল্যান্ড প্রথম ওভারে কোনো রান করার আগেই হারিয়ে ফেলে ওপেনার টম ল্যাথামকে। অভিষিক্ত অফ স্পিনার নিশান পেইরিস নিয়েছেন উইকেটটি। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ৯৭ রান যোগ করেন ডেভন কনওয়ে ও কেইন উইলিয়ামসন। ৪ ওভারের মধ্যে ১৩ রানের ব্যবধানে বিদায় নেন দুজন। কনওয়ে ৬২ বলে ৬১ ও উইলিয়ামসন ৫৮ বলে করেন ৪৬ রান।

এই দুজনের বিদায়ের পর ড্যারিল মিচেল ও রাচিন রবীন্দ্রও ফেরেন অল্পতে। তাতে ৮ ওভারের ব্যবধানেই ১ উইকেটে ৯৭ থেকে ৫ উইকেটে ১২১ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। এরপর ব্লান্ডেল ও ফিলিপসের প্রতিরোধ। টিকে থাকতে পাল্টা আক্রমণই বেছে নেন দুজন। উইকেটকিপার ব্লান্ডেল ৪৭ করেছেন ৫০ বলে, ফিলিপস ৪১ বলে করেছেন ৩২ রান। দুজনেই মেরেছেন ২টি করে ছক্কা।

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়েছেন পেইরিস। প্রথম ইনিংসেও ৩ উইকেট পেয়েছিলেন এই অফ স্পিনার। তবে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ৮৮ রানে অলআউট করায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা প্রবাত জয়াসুরিয়ার। বাঁহাতি স্পিনার ৪২ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। ১৬ টেস্টের ক্যারিয়ারে নবমবার ইনিংসে ৫ উইকেট পেলেন জয়াসুরিয়া।

ব্যর্থ মোহনবাগানের রক্ষণ, বেঙ্গালুরুর কাছে হারল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোল করার লোক একগাদা। গোল বাঁচানোর লোক নেই। ডুরান্ড কাপ থেকেই মোহনবাগানের খেলা দেখে এই প্রশ্ন বার বার উঠেছে। তখনই লেগে গিয়েছিল 'মাথাভারী' তকমা। ডুরান্ড ফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেড দেখিয়ে দিয়েছিল মোহনবাগানের দুর্বলতা। শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি মোহনবাগানের সেই রক্ষণ ভাগকে বেআব্রু করে দিল। বেঙ্গালুরু জিতল ৩-০ ব্যবধানে। গোল করে আইএসএলে নজির তৈরি করলেন সুনীল ছেত্রী। সবচেয়ে বেশি গোল তাঁরই নামের পাশে।

হোসে মোলিনার প্রথম একাদশ বিস্ময় জাগাতে বাধ্য। প্রথম একাদশে দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস, গ্রেগ স্টুয়ার্ট-সহ আক্রমণ ভাগের প্রায় সব বিদেশিকেই নামিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে রক্ষণের ভার ছিল অনভিজ্ঞ দীপেন্দু বিশ্বাস, অভিষেক সূর্যবংশী, আশিস রাইদের উপরে। ফল যা হওয়ার তাই হল। শুরু থেকেই অ্যালবার্ট নগুয়েরা, এডগার মেন্ডেজরা একটানা আক্রমণ শুরু করলেন। বিশাল কাইথ না থাকলে মোহনবাগান আরও গোল খেত। গোটা ম্যাচে মোহনবাগানের রক্ষণকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

শুরুতেই বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রিকিক পেয়েছিল বেঙ্গালুরু। নগুয়েরাকে ফাউল করেন অভিষেক। তবে বিনীতের সরাসরি ফ্রিকিক বিশাল বাঁচানোর পর তা কর্নার করে দেন টম অলড্রেড। তার কিছু ক্ষণ পরেই পেত্রাতোসের নিচু হয়ে নামা ফ্রিকিক শরীর ঝাঁপিয়ে বাঁচান গুরপ্রীত।

৯ মিনিটে গোল খেয়ে যায় মোহনবাগান। কর্নার থেকে সরাসরি গোল করেন মেন্ডেজ। এর পরে দুই দলের খেলাতেই আক্রমণ লক্ষ করা যায়। তবে মোহনবাগানের তুলনায় বেঙ্গালুরুর আক্রমণের তীব্রতা ছিল বেশি। ২০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে বেঙ্গালুরু। ডান প্রান্ত থেকে বল ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন মেন্ডেজ। বক্সে নিচু ক্রস করেছিলেন। ছুটতে থাকা সুনীল তা ধরতে পারেননি। তার পায়ে লেগে বল যায় সুরেশ সিংহ ওয়াংজামের দিকে। সুরেশ সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিলেন। দৌড়ে এসে জোরালো শটে বিশালকে পরাস্ত করেন। তার পরেই মাঠের ধারে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো সেলিব্রেশন করতে দেখা যায় তাঁকে।

তিন মিনিট পরে আবার গোল খেতে পারত মোহনবাগান। রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন সুনীল। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। বিরতির আগে আরও একটি গোল করতে পারত বেঙ্গালুরু। বিনীত হয়ে সুনীল ঘুরে বল পেয়েছিলেন নগুয়েরা। তার শট বাঁচিয়ে দেন বিশাল।

বিরতির পাঁচ মিনিট পরেই তৃতীয় গোল খায় মোহনবাগান। এ ক্ষেত্রেও ভুল সেই রক্ষণের। বল পেয়ে মোহনবাগানের বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন মেন্ডেজ। তাঁকে ট্যাকল করতে চেয়ে ব্যর্থ হন দীপেন্দু। এর পর মেন্ডেজরে জার্সি ধরে ফেলে দেন। রেফারি পেনাল্টি দিতে দেরি করেননি। এক পা দৌড়ে শট নিয়ে বিশালকে পরাস্ত করে আইএসএলের ৬৪তম গোল করেন সুনীল।

দ্বিতীয়ার্ধে অভিষেকের জায়গায় সাহালকে নামিয়েছিলেন মোলিনা। তৃতীয় গোল খাওয়ার পরে আশ্চর্যজনক ভাবে সেই সাহালকে তুলে নেন। তত ক্ষণে ১০ মিনিটও মাঠে কাটাননি। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে সাহাল বিরক্ত গোপন করতে পারেননি। দীপেন্দুর জায়গায় নামান অনিরুদ্ধ থাপাকে। ৭২ মিনিটের মাথায় সুনীলকে তুলে নেন বেঙ্গালুরুর কোচ জেরার্ড জারাগোজা। গোটা কান্তিরাভা স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সম্মান জানায় তাঁকে।

খেলার শেষ দিকে নিজেদের ভুলে চতুর্থ গোল করতে পারেনি বেঙ্গালুরু। বাঁ দিক থেকে সুরেশের পাস পেয়েছিলেন শিবশক্তি নারায়ণ। তিনি গোল করতে পারেননি। বিশালের হাত সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দেয় মোহনবাগানকে।

অস্ট্রেলিয়াকে ১৮৬ রানে হারিয়ে সমতায় ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: লর্ডসে ওয়ানডে হচ্ছে ১৯৭২ সাল থেকে। এই ৫২ বছরের মধ্যে লর্ডসে দ্রুততম ওয়ানডে ফিফটির নতুন রেকর্ড দেখা গেল গতকাল রাতে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ ওয়ানডেতে। ২৭ বলে ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে ২৫ বলে ফিফটি তুলে নেন লিয়াম লিভিংস্টোন। এর মধ্যে মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের শেষ ওভারে চার ছক্কাসহ একাই তুলেছেন ২৮ রান! ছেলেদের ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার কোনো বোলারের এটাই সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওভার।

বৃষ্টির কারণে ৩৯ ওভারে নেমে আসা এই ম্যাচে বড় জয়ও পেয়েছে ইংল্যান্ড। আগে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৩১২ রান তোলার পরে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ২৪.৪ ওভার টিকতে দিয়েছেন ম্যাথু পটস-ব্রাইডন কার্সরা। অস্ট্রেলিয়া এর মধ্যেই ১২৬ রানে অলআউট হয়ে ১৮৬ রানের ব্যবধানে হার মেনেছে। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ২-২ ব্যবধানে সমতায় ফিরল ইংল্যান্ড। ব্রিস্টলে আগামীকাল সিরিজের পঞ্চম ও শেষ ওয়ানডে।

টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ডের হয়ে বড় সংগ্রহের ভিত গড়েছেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ও বেন ডাকেট। ৫৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেলেন ব্রুক এবং ওপেনার ডাকেটের ব্যাট থেকে এসেছে ৬২ বলে ৬৩। ৩৭ বলে ফিফটি তুলে নেওয়া ব্রুক তৃতীয় উইকেটে ডাকেটের সঙ্গে ৫৩ বলে ৭৯ এবং চতুর্থ উইকেটে জেমি স্মিথের সঙ্গে ৪৭ বলে ৭৫ রানের জুটি গড়েন। শেষ ১৫ ওভারে ১৫৬ রান তুলেছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৬ রানে ২ উইকেট লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও মিচেল মার্শ। ৮.৪ ওভারে হেড (২৩ বলে ৩৪) আউট হওয়ার আগে মার্শের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে যোগ করেছেন ৬৮ রান। কার্স হেডকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরের ওভারে স্টিভেন স্মিথকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান পটস। এরপর ১২ থেকে ১৬ ওভারের মধ্যে আরও ৪টি উইকেট হারিয়ে জয়ের পথ থেকে ছিটকে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। চোট থেকে ফেরা ইংল্যান্ড পেসার জফরা আর্চার মার্শ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের উইকেট পাওয়ার পাশাপাশি ৯৩ মাইল গতিতে বোলিংও করেছেন। তবে দিনটা ছিল পটসের। ৩৮ রানে ৪ উইকেট তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে কোনো ফিফটি নেই। সর্বোচ্চ ৩৪ রান এসেছে হেডের ব্যাট থেকে। বড় রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ছক্কার মার মাত্র ৪টি, যেখানে লিভিংস্টোন একাই মেরেছেন ৭ ছক্কা। মোট ১৬ ছক্কার এই ম্যাচে লর্ডসে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড হয়েছে ইংল্যান্ডের ইনিংসে ১২টি ছক্কার কল্যাণে।

লিভিংস্টোনের ইনিংস নিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক ব্রুক বলেছেন, 'সে অবিশ্বাস্য ভালো মেরেছে। আমরা সবাই জানি শেষের দিকে সে কী করতে পারে।' নিজের ইনিংস নিয়ে ব্রুকের ভাষ্য, 'মনে হচ্ছে গোটা গ্রীষ্মেই ভালো খেলছি। আমার জন্য সর্বশেষ কয়েকটি ম্যাচ বিশেষ কিছুই।'

পিঠের চোটের কারণে এই ম্যাচে অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে পায়নি অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ড সফর তাঁর শেষ হয়ে গেছে। নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে শঙ্কা আছে। হারের পর অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মার্শ বলেছেন, 'ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ে আমাদের অনেক চাপে ফেলেছিল। আমরা শুরুতে উইকেট পাইনি এবং আজ (গতকাল রাতে) তারা সবদিক থেকেই আমাদের পর্যুদস্ত করেছে। দারুণ ইনিংস খেলেছে লিয়াম লিভিংস্টোন।'

Short Notice Inviting Quotation
Govt. of West Bengal
Executive Engineer, Birbhum Division, PWD invite offline short tender vide Short NIQ-09 of 2024-25. for the work of Emergent Construction of temporary pandel, decorated Dias, view cutter, Marbel Plaque, arrangement of adequate sofa sets, chairs, Tables, carpet including all accessories in connection with inauguration of "New 2-Pump Fire Station Building at Dubrajpur in the District of Birbhum' by the Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal on 01.10.2024. Detailed downloading done. http://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Executive Engineer
Birbhum Division, PWD

Abridged form of e-NIT-11/SGP/2024-25
Circulations memo no-122(3)/ Sar/ 2024, dated-27.09.2024 for eNIT-11/ SGP/2024-25. Applications are hereby invited from intending bidders for 4(Four) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **30.10.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders. gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/W.S. Scheme/NIT- 29/2024-2025
Memo No. 2042/PWD/BM/2024-2025 Dated : 27.09.2024
Name of the Work :- 5 Nos. work (Sl. 1-5) Procurement of materials for Water Supply house service connection and others same work (P-1) under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 19.10.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/STATE FUND/NIT- 28/2024-2025
Memo No. 2041/PWD/BM/2024-2025 Dated : 27.09.2024
Name of the Work :- 1) (Sl. 1) Laying of Distribution system including all type of specials, valves, street stand post and domestic connection from Lalpool to Uttarnarayanpur Bus stand at Makarampur along both side of Bolpur-Kankalitala Road in Ward No. 10 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 26.10.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পুজোর মরশুমে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা!

নিরাপত্তা জোরদার বাণিজ্যনগরীর

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর: পুজোর মরশুমে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা! গোয়েন্দা সূত্রে এমনই খবর পেয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাণিজ্যনগরীর জনবহুল স্থানগুলিতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। বিশেষত ধর্মীয় স্থানগুলিতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। লক্ষ করা গিয়েছে বাড়তি তৎপরতা।

শুক্রবারই দেখা যায়, ভিড় এলাকায় মক ড্রিল চালাচ্ছে পুলিশ। এর মধ্যে শহরের দু'টি সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানও রয়েছে। মুম্বইয়ের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলগুলিতে কড়া নজর রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'সামনেই উৎসবের মরশুম। এর পর বিধানসভা নির্বাচন। আমরা এহেন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শহরের ভিড় এলাকাগুলিতে মক ড্রিল চালাচ্ছি।' এক বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানে ভক্ত সমাগম বন্ধ করে রাখা হয় দীর্ঘ সময়। পুলিশি তল্লাশির পর ফের তা খুলে দেওয়া হয়। বহু এলাকায় এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। সব মিলিয়ে কোনও ধরনের নাশকতা রুখতে তৎপর পুলিশ। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই গণেশ চতুর্থীর পর এবার মুম্বই প্রস্তুত হচ্ছে দুর্গাপুজো, দশেরা, দিওয়ালির মতো ধর্মীয় উৎসবের জন্য। তার আগেই হামলার আশঙ্কাকে ঘিরে বাড়ল তৎপরতা।

ছাত্রকে বলি দেওয়ার অভিযোগে স্কুল বন্ধের নির্দেশ

বরেলি, ২৮ সেপ্টেম্বর: উত্তরপ্রদেশের বেসরকারি স্কুলের এক ছাত্রকে বলি দেওয়ার অভিযোগে জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বাতী ভারতি স্কুলটিকে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আরও অভিযোগ উঠছে, স্কুলটিকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালানোর অনুমোদন দেওয়া ছিল। কিন্তু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পঠনপাঠন হত। যা নিয়ে জেলা শিক্ষক আধিকারিকদের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ছাত্র বলির অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন রামপ্রকাশ সোলাঙ্কি, দীনেশ বঘেল, যশধন সিং, লক্ষ্মণ সিং এবং বীরপাল সিং। প্রত্যেকেই জেল হেপাজতে রয়েছেন।

স্বাতী ভারতি স্কুলের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছেন। হাথরাসের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোককুমার সিং জানান, চলতি মাসের ২৩ তারিখ রাসগাও এলাকায় এডিএল পাবলিক স্কুলে এক ছাত্রকে খুনের অভিযোগ আসে। সেই অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। স্কুলের মালিক-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের ফাঁসির দাবি তুলেছে পরিবার।

নিহত ছাত্রের বাবা বলেন, 'ছেলেকে হস্টেলের মধ্যে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। ওর ঘাড়ের হাড় ভাঙা হয়েছিল। ঠোঁট নীল হয়ে গিয়েছিল। দোষীদের ফাঁসি চাই। বিচার চাই।' ওই পড়ুয়ার মায়ের দাবি, স্কুলটিকে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হোক। মৃতের বাবার দাবি, '২৩ তারিখ বিকেল ৫টা নাগাদ আমাকে স্কুল থেকে ফোন করে বলা হয় ছেলে খুব অসুস্থ। আমি তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে বলি। কিন্তু তাতে ওঁরা রাজি হননি। স্কুল থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব ছয় কিলোমিটার। আমি রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু ওঁরা কখনও বলছিলেন শাহদাবাদে আছেন, কখনও বলছিলেন খণ্ডোলিতে আছেন। আমাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছিল। দেড় ঘণ্টা পরে দীনেশের কাছে আমার ছেলের দেহ দেখতে পাই।'

তোলা আদায়ের অভিযোগে নির্মলার বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তোলা আদায়ের অভিযোগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে বেঙ্গালুরুর এক আদালত। কর্নাটকের জনাধিকার সংঘর্ষ সংগঠনের তরফে আদর্শ আইয়ার নামে এক ব্যক্তি ওই অভিযোগ করেছেন। শনিবার সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এমন নির্দেশ দিল আদালত।

কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে নির্মলার ইস্তফা দাবি করেছেন। জানা গিয়েছে, অভিযোগ কেবল নির্মলার বিরুদ্ধে নয়। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কর্নাটকের বিজেপি নেতা নলীনকুমার কাতিল ও বিওয়াই বিজয়েন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন আদর্শ। তাঁর অভিযোগ, কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে কোটি কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনতে বাধ্য করা হয়েছিল ইডি দিয়ে তল্লাশি চালানোর চাপ দিয়ে। বিজেপির জাতীয় ও রাজ্যস্তরের নেতারা এতে জড়িত বলে। আর সেই সঙ্গেই তিনি অভিযুক্ত করেছেন নির্মলা-সহ গেরুয়া শিবিরের নেতানেত্রীদের। এদিকে এই অভিযোগের জবাবে বিজেপির দাবি, এই অভিযোগগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নির্বাচনী বন্ড একটি নীতিগত বিষয়, অপরাধমূলক নয়। পাশাপাশি সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে ওঠা জমি দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও আক্রমণ করেছে বিজেপি।

ছুটির আবেদন করলেও হয়নি মঞ্জুর, মৃত্যু মহিলা কর্মচারীর

ব্যাংকক, ২৮ সেপ্টেম্বর: কর্মস্থল যেন ক্রমেই মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠছে। পুণের ইওয়াইডওয়াই কোম্পানির তরুণী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আন্না সেবাস্তিয়ানের পর বসের নিষ্ঠুরতায় এবার মৃত্যু হল থাইল্যান্ডের এক মহিলার।

অসুস্থ হওয়ায় ছুটির আরজি (সিক লিভ) জানানো সত্ত্বেও বস ছুটি দিতে রাজি হননি। চাকরি হারানোর ভয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেই বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ফ্যাক্টরিতে এসেছিলেন ৩০ বছরের ওই মহিলা। কিন্তু কাজ শুরু করার ২০ মিনিটের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পর দিন হাসপাতালে মৃত্যু হয়। কর্মস্থলে পর পর এই দুই ঘটনায় ফের উঠে এল ওয়ার্ক-লাইফ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ার ইস্যু। জানা গিয়েছে, মে নামে ওই মহিলা বৃহদন্ত্রের অসুখে ভুগছিলেন।

গত ৫-৯ সেপ্টেম্বর অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়েছিলেন। চারদিন হাসপাতালে থাকার পর তিনি ফের কাজে ফেরেন। কিন্তু বাড়ি গিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ম্যানেজারের কাছে আরও দুদিন ছুটি চান। কিন্তু ম্যানেজার ছুটি দিতে রাজি হননি। তাই বাধ্য হয়েই গত ১৩ সেপ্টেম্বর ফের ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলেন মে। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মর্মান্তিক এই মৃত্যুর ঘটনায় কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেই গোটা ঘটনার তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে তাঁ কোম্পানি।

নিকাশি নালার পাইপ পেটে বিপত্তি, ভাইরাল ভিডিও

বেজিং, ২৮ সেপ্টেম্বর: নিকাশি নালার পাইপ ফেটে নোংরা জলে স্নান করলেন পথচলতি মানুষ। ভয়ঙ্কর এমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে হল চিনের বহু মানুষকে। জলের বৃষ্টি হল বটে, তবে তা জলের নয়। হলুদ জল, তার মধ্যে মিশে আছে অন্যান্য বস্তু! অফিস যাওয়ার পথেই মলের বৃষ্টিতে স্নান করে গেলেন সবাই। গাড়ি থেকে বাইক, এমনকী পথচারীরাও রক্ষা পেলেন না। কড়া দুর্গন্ধ, সত্যি সত্যি মলের বৃষ্টিতে স্নান করে তো তাদের প্রাণ যায় যায়।দক্ষিণ চিনের একটি ব্যস্ত রাস্তার এক পাশে নিকাশির কাজ চলছিল। হঠাৎই নিকাশি পাইপ ফেটে যায়। এত জোরে বিস্ফোরণ হয় যে ৩৩ ফুট অবধি নোংরা জল আকাশে ওঠে, তারপর তা রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথচারী, গাড়ি-বাইকের উপরে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মলের বৃষ্টিতে স্নান করে ভয়ঙ্কর হাল সাধারণ মানুষের। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশ কিছু গাড়িও। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। এমন ঘটনার পর প্রশাসনকে রাস্তা সাফ করতেও কালঘাম ছোটাতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 2 Nos. development work vide **NIT No.: 436/KGP/2024 (Sl.- 01), Fund: 14th CFC & NIT No.: 437/KGP/2024 (Sl.- 01), Fund: 15th FC (UN-TIED), Date: 24.09.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **28.09.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date (Online): **22.10.2024 up to 06:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **23.10.2024 up to 12:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **25.10.2024 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/019(e)/2024-25 , dt. 28.09.2024, Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply of front & rear tyre & tube for Tractor. **2. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/020(e)/2024-25, dt. 29.09.2024**. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of **Two nos. Sanitizing machine**. **3. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/021(e)/2024-25 dt. 28.09.2024**. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of **one no. Deep suction machine**. **4. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/022(e)/2024-25 dt. 28.09.2024**. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of **one no. Coconut shell processing machine**. **5. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/023(e)/2024-25 dt. 28.09.2024**. Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of Compost machine & Weigh Bridge at Makhla SWM Plant. **Documents download start date & Bid submission start date : 29.09.2024. Bid Submission Closing Date : 08.10.2024**.
For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 131 to 135/2024-2025 Dated- 28-09-24
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Burdwan, Darjeeling, Purba Medinipur and Nadia District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **29-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-10-2024 upto 3.00 pm**
Date: 28.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

দেহজীবী মায়েদেরকে পুজো করে শুরু পুজো

যেখানে নারীদের সম্মান নিয়ে হাজারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সেখানে দেহজীবী মায়েদের পুজো করে তাদের শুরু হবে এবার পুজো। প্রত্যেক বছরই অভিনবত্বের দাবি রাখে আউশগ্রামের এই পুজো কমিটি। তবে প্রতি বছর তাদের পুজোর উদ্বোধন হয় চতুর্থীতে। এবারও সেই উদ্বোধন মঞ্চেই পুজো করা হবে দুজন দেহজীবীকে এনে। সমাজকে আলো দেখান তারা।

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের অজয় তীরের প্রাচীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রাম গোপালপুর, উল্লাসপুর। পাশাপাশি দুটি ছোটোখাটো গ্রাম। সেই গ্রামের বাসিন্দা বিশিষ্ট লেখক রাধামাধব মণ্ডলের উদ্যোগে এই 'গোপালপুর উল্লাসপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের' আয়োজন। তিনি বলেন, 'পাশাপাশি জমিদারদের গ্রামে পুজো হয় আড়ম্বর করে। সেখানে আমাদের গ্রামের নিরন্নদের কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। একটু প্রসাদের জন্য তারা লালায়িত। কেউ হাতে তুলে দেয়নি ভালবেসে।' তাই গ্রামের খেতমজুররে একদিনের আয় দিয়ে শুরু করেছিলেন পুজো। এখন কয়েক বছর ধরে পান সরকারি সাহায্য।

গত বছর এই পুজো কমিটির উদ্বোধনে এসেছিলেন বৃহন্নলাদের একটি দল। তাদের পুজো করেছিলেন গোপালপুর, উল্লাসপুর গ্রামের নরনারীরা। তার আগের বছর ২০২২ সালে গ্রামের দুজন কৃষককে পুজোর মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছিল পুজো। পুজো কমিটির আরও এক সদস্য রাখী মণ্ডল বলেন, 'আমাদের দুটি ছোট গ্রাম অজয়ের বন্যায় একাধিক বার ধ্বংস হয়েছে। গ্রামের বহুমানুষ নেই চলে গেছে বীরভূমের হালসিডাঙা, শ্রীচন্দ্রপুর, সেনকাপুর গ্রাম গুলোতে। একাধিকবার মহামারির কবলে পড়েছে গ্রাম। কলেরায় গ্রামের ১৮ পাড়া বর্তমানে পাঁচ পাড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই গ্রামের বর্তমান ৫৬টি পরিবার, যার মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন বেশি। তাদের নিয়ে শুরু হয় পুজো। কালসোনা মেটে, অজয় মেটে, পরিমল কর্মকার, নিমাই মেটে, প্রদীপ ঘোষ, রতন কর্মকার, মিতালী, তুলিকা মণ্ডলরা নানা মানুষের দান এনে শুরু হয় পুজো। এর সরকারি সাহায্য মেলে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে।'

এবার দেবী এখানে গুহার মধ্যে পুজো পেতে আসছেন। তাদের থিম গুহার মধ্যে দেবী। আর চতুর্থীর বিকালের উদ্বোধন মঞ্চে বিশিষ্ট জনদের ভিড়ে এসে উপস্থিত হবেন দু জন দেহজীবী মা। তাদের পুজো করবে থালায় বসিয়ে গ্রামের মানুষ। সেই শুরু হবে পুজো। অভিনব এই ভাবনায় ইতিমধ্যেই এই পুজো নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা।

পুজোর দুই মাস আগে থেকেই এখানে দেবী প্রতিমা নির্মাণ করে গেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মল্লারপুরের মৃৎশিল্পী নিতাই সূত্রধর। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে গুহা নির্মাণের কাজও।

তবে এই গ্রামের মাটিতে কেন দেহজীবীদের এনে পুজো? কোনো বিতর্কের জন্ম দেবে না তো! লেখক রাধামাধব মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এক সময় তন্ত্রের এই দেবী, যুদ্ধের এই দেবীকে অশুভ শক্তির বিনাশে পুজো করা হয়েছিল। শুম্ভনিশুম্ভ কে তিনি বধ করেন। ছলনাময়ী দেবী রূপাশ্রিত। তবে বাংলার বহু গ্রামে মা দুর্গাকে ডাকাতদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি তিনি ডাকাত দলের হাতেও পূজিত হতেন। নকশাল আন্দোলনের সময় আমাদের এই গ্রাম ছিল হিংস্র। বিখ্যাত নকশালপন্থীরা অনেকেই সে সময় ডাকাতদলে নাম লেখান। বহু ডাকাতকালী হয়েছে গ্রামে। আমাদের এই গ্রামের কয়েকটি ডাকাতকালী আজও জনপ্রিয়। দুর্গার নবপত্রিকার আহ্বানে, দেবীকে আহ্বানের সময় বেশ্যালয়ের মাটির প্রয়োজন হয়। সেখানে তন্ত্রধারক বলেন, 'সুখ প্রথিতমস্ত শ্রীবিষ্ণু প্রনাতু'। সেইসঙ্গে ভূমি পুজো আর শক্তির পুজোতে পঞ্চ ম'কারের ব্যবহার আছে। আসলে পিছিয়ে থাকা নারী শক্তিকে জাগ্রত করতেই চণ্ডীতে এমন লিখেছেন ঋষীরা। আমিত বিসর্জনের এই মা-দের পুজো করতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে মনের কালিমা দূর হয় আমাদের।'

রাজ্যস্তরের বহু কৃতী মানুষ আসেন এই পুজোতে। পুজোর নানাদিন থাকে নানান লোক অনুষ্ঠান। এবার রায়বেঁশে, বহুরূপী, বোলান, ভাদু দলের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানও হবে।

ছোট গল্প

শৈশবের পুজো

ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী

বাঙালির কাছে 'পুজো আসছে', এক আবেগের ডাকনাম। আর এই শব্দটি যদি শৈশবের দিনগুলির সাথে জড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই আনন্দ নিমেষে দ্বিগুণ হয়ে যায়,তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পুজোর চারটে দিনের আনন্দের কথা আপাতত বাদই দিলাম। তার আগের হাজারো স্মৃতি আজও মনে পড়লে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে, চোখে ভেসে উঠে সেই দিনগুলির কথা।

পুজোর এক থেকে দেড়মাস আগে প্যান্ডেলের বাঁশ নামলেই অন্য সব খেলা বাদ। প্যান্ডেলের বাঁশে ঝোলাই আমাদের প্রধান খেলা হয়ে উঠতো। পাড়ার দিদি-দাদা সকলকে সঙ্গে নিতাম। কতবার সেখান থেকে পড়ে 'চিট-পটাং' , পায়ে পেরেক ফুঁড়ে যাওয়া, এখন কেবল সেসব স্মৃতি অঙ্গে ধারণ করি ।

পুজোকে কেন্দ্র করে পড়ায় একমাস ছুটি পেতাম তখন। রোজকারের একই আমি জীবন থেকে মুক্তি বলে মনে হতো তা। হোমওয়ার্কের কিছু বহড় ছিল বটে, কিন্তু রুটিন জীবনের কোনো চাপ ছিল না সেই দিন সময়গুলোতে।

ফটকার কত সব আনকোরা বাহারি নাম। ছোটদের হাতে ক্যাপ ফটকা সাথে পিস্তল, তা দিয়ে নিজেদের 'পালোয়ান' ভাবতাম আর একটু ডাকাবুকো ছেলেদের জন্য বুড়িমার চকলেট বোম। কিন্তু, একটু ভীতু ভীতু ছেলেদের জন্য মুড়ি ফটকা বা আলু বোমই সম্বল। এছাড়া আছে দাগাবাজি ফটকা, ছাদের চাদর পেতে সেসব ফটকা রোদে দিতাম। কতই না সুখের ছিল সেই দিনগুলো।

পূজায় পাওয়া নতুন জামা কাপড়ের আবেগ ছিল আলাদা। তা নিয়ে দর্জিপাড়ায় লাইন। দর্জিপাড়ায় নিজের জামার মাপ দিতে গেলেও তা কখনো মাপে মাপে দেওয়া হতো না। সর্বদা তাতে ঢিলেঢালা মাপই থাকতো। গিয়ে দর্জিকে বলা হত, 'একটু লুজ রাখবে, পরের বছর যেন হয়'। সে সব স্মৃতি আজও হাসায়। আজ পুজোর বাজারগুলোতে তেমন ভিড় হয় না। মানুষ এখন সারা বছর বাজার করে। অঢেল জামা কাপড় থাকলেও সেই নতুন জামা কেনার আনন্দ আর নেই। নতুন জামা কাপড়ের সেই গন্ধ আজ বিলীয়মান।

পুজোর আগে ক্লাব ঘরে সন্ধ্যাবেলায় বসত নাটকের মহড়া। ৮ থেকে ৮০ ছেলে,বুড়ো, মহিলা সকল অংশগ্রহণ করত সেখানে। নিজের নিজের প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলত। আমাদের ছোটদের জন্যও আলাদা একটি নাটকের আয়োজন করা হতো সেখানে। দিনগুলো এখনকার মতো আধুনিক না হলেও নেহাত মন্দ ছিল না।

মহালয়া নিয়ে ছিল প্রবল উচ্ছ্বাস। তার আগের রাতে নিদ্রাদেবীকে ধারে — পাশে আসতে দিতাম না। আর কোনভাবে যদি চোখ জুড়ে আসতো তাহলে সেই দিন ভোর তিনটের মধ্যে উঠে পড়তাম। ফটকা দিয়ে মাত করতাম সমস্ত পাড়াকে। সেদিনের 'ভোরের পাখি' যেন আমরাই। ভোর ৪৩০-টেয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া। গায়ে কাঁটা দিত তাঁর স্বরে। অসুরনিধন পর্বে পিনপতন নীরবতা। দূরদর্শনে দেখানো মহালয়ায় দুর্গা চরিত্রে অভিনীত অভিনেত্রীকে দেবী দুর্গা মান্য করতাম।

'কলা বৌ' যে আসলে কার বউ তা নিয়ে শিশুমনে কত চিন্তা। কেউ বলে গণেশের, কেউ বলে কার্তিকের আবার কেউ বলে নাকি অসুরের। বড়রা 'নবপত্রিকা' বলে তার পরিচয় দিলেও আমাদের কাছে সে ছিল ক্ষ্মকলা বৌক্ষ্ম। যার স্বামীর পরিচয় নিয়ে আমাদের মনে তীব্র কৌতূহল।

মা দুর্গার দশটি হাতকে কেন্দ্র করে কত প্রশ্ন আমাদের মনে। আর উত্তর হিসেবে শুধুই কল্পনা। বলিদান দেখার জন্য সে কি উৎসাহ। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে পড়তাম। সরলমনে, মনে কোনো কুণ্ঠা ছাড়াই হাততালি দিতাম।

তখন হয়তো মোবাইল ছিল না, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম ভাবে সেলফি উঠত না। ছিল না রাত জেগে প্যান্ডেলে হপিং, ছিল না নিত্য নতুন থিম। সন্ধ্যা-আরতিতে মন্ডপে ভিড় জমাতাম, পাড়ার পূজো নিয়ে গভীর আবেগ ছিল। পাশের পাড়ার পুজোর সাথে খানিকটা তুলনা, খানিকটা লড়াইও ছিল। ঢাকির কাছে ঢাক নিয়ে কতই না বাজানো চেষ্টা করেছি। সেই বেসুরো কাঠিতেও প্রাণ ছিল। নবমীর নিশি থেকে একরাশ দুঃখ ভিড় করত আমাদের শিশুমনেও। মা দুর্গাকে কেন চার তিন মাত্র থাকতে দেয় শিব? শিব কী মা দুর্গাকে ছাড়া থাকতে পারে না? শিশুমনে অগাধ প্রশ্ন, অনেকখানি দুঃখ থাকলে মা তো ঘর সংসারী, তাকে চলে যেতেই হত। দশমী রাত থেকে পাড়ায় গুরুজনদের প্রণাম করে দুই পকেট ভর্তি করে নাড়ু বাগিয়ে নিতাম। কত রকমের ঘরোয়া বাহারি নাড়ু, বাহারি স্বাদের।

শারদীয়ার পুজোর সংখ্যাগুলো ছিল অন্যতম বিনোদন। নতুন গল্পের জন্য মুখিয়ে থাকতাম। রীতিমতো, ভাইবোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হতো সেই গল্পগুলো নিয়ে। কত নতুন লেখক উঠে আসতো এই শারদীয়ার সংখ্যাগুলোতে। সে ছিল এক আলাদাই প্রত্যাশা।

আমাদের কাছে 'শৈশবের পুজো' মানেই স্বর্ণযুগের খানিক স্বর্ণোজ্জ্বল স্মৃতিমাত্র। এক উজ্জ্বল অতীত। যা বারবার ফিরে পেতে চাই স্বপ্নে, বাস্তবে, লেখনীতে কিংবা পরজন্মে।

মুক্ত আকাশে মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত শহর কলকাতা

আসছে মা সাজছে শহর

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতায় বাড়ি করার চিন্তা করছেন। এতো আকাশ কুসুম কল্পনা। কারণ, কলকাতার বুকে নিজের বাড়ি করার মতোই তো জায়গা নেই। আর যাও বা আছে তা চলে গেছে প্রোমোটারদের দখলে। সুতরাং বাড়ি করার চিন্তা বাদ দিয়ে আপনাকে ঝুঁকতে হবে ফ্লয়াট কেনার দিকে। কলকাতায় একটু খোঁজ করলে মেলে হাজারো ফ্লয়াট। তবে কেমন ফ্ল্যাট আপনার কপালে জুটবে তা নির্ভর করছে পকেটের রেস্তোর ওপরেই। মানুষের প্রাথমিক চাহিদায় যেখানে এসেছে এই রকম এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সেখানে মানুষের জীবনযাত্রাতেও এক বড় বদল আসবে তা স্বাভাবিক। খুব সত্যি বলতে গত কয়েক দশকে দ্রুত গতিতে বদলেছে বঙ্গ সংস্কৃতি। তার থেকে বাদ পড়েনি কলকাতাও। এই বদলের ছন্দ এতটাই দ্রুত তালে ঘটছে যে তার সঙ্গে পা মেলানো অনেক সময়েই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে আটপৌরে বাঙালির। বাঙালির চিরকালের স্বপ্ন নিজের একটা বাড়ি থাকবে। এখন বাড়ি কেনার স্বপ্ন কেউ দেখেন না। খোঁজ করেন ফ্ল্যাটের। কারণ, গত বেশ কয়েক দশক ধরে কলকাতার বুকে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য বহুতল। আর এই বহুতল কলকাতার বুকে জন্ম দিয়েছে এক নব্য সংস্কৃতির-'ফ্ল্যাট কালচার'। এই ফ্ল্যাট কালচারের দৌলতে প্রকৃতি যেমন তার ভারসাম্য হারাচ্ছে ঠিক তেমনই এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে শহুরে বাঙালির মানসিকতাতেও। তবে কলকাতা জুড়ে এই ফ্ল্যাট তৈরি হওয়ার দৌলতে কলকাতা মানুষ যেটা হারিয়েছে তা হল উন্মুক্ত নীল আকাশ। একইসঙ্গে নজরে আসে না দিগন্ত রেখাও। যা এখনও নজরে আসে গ্রাম বাংলায়।

পরিসংখ্যান বলছে, বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও এতো জনাকীর্ণ ছিল না কলকাতা। সাতের দশক থেকে কলকাতার ছবি বদলাতে থাকে খুব দ্রুত গতিতে। কারণ, রুজি রোজগারের তাগিদে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এসে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি খুঁজেছেন কলকাতায়। আর এই সব মানুষকে আশ্রয় দিতে খুব দ্রুত গতিতে তৈরি হয়েছে নানা আকারের বহুতল। অন্যদিকে সেই সময় কলকাতার বুকে যে সব বাড়ি ছিল তার মালিকেরাও তার মালিকেরাও নানা কারণে তা তুলে দিয়েছেন প্রোমোটারের হাতে। এরপর প্রোমোটারেরা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা বিচার না করে পুরনো বাড়িকে চোখের নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তৈরি করেছে একের পর এক বহুতল। এই সব পুরনো বাড়ি বিক্রি করার পিছনে ছিল একাধিক কারণও। যার মধ্যে মূলত পড়ে দেখভালের সমস্যা। কারণ বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে বাঙালি তার ঘরকুনো স্বভাব ছেড়ে তখনকার নব্য প্রজন্ম পড়াশুনা আর রুজিরোজগারের জন্য পাড়ি জমায় ভিন রাজ্যে। শুধু তাই নয়, এর এক বিরাট অংশ নিজেদের আরও প্রতিষ্ঠিত করতে বা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে আরও প্রসারিত করতে পা রাখেন বিদেশের মাটিতেও। এদিকে মূল্যবৃদ্ধির জেরে এই সব পুরনো বাড়ি ঘর সংস্কার করাও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আর তারই জেরে এই সব পুরনো বাড়ির মালিকেরা পড়েন সমস্যায়। একদিকে যেমন 'ম্যান পাওয়ার' কমে, ঠিক তেমনই এই সব পুরনো বাড়ি সংস্কার ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। এই দুইয়ের জাঁতাকলে বহু মানুষ তাঁরা তাঁদের জমি-বাড়ি তুলে দেন প্রোমোটারের হাতে। তার বদলে একটা বড় অর্থও যেমন এই সব বাড়ির মালিকদের হাতে আসে ঠিক তেমনই কলকাতার বুকে নির্ভাবনায় মাথা গোঁজার ঠাঁইও খুঁজে পান তাঁরা। অন্যদিকে বর্তমান প্রজন্মের বাঙালি তাঁর কর্মক্ষেত্রের চাপ সামলাতে না পেরে যৌথ পরিবারের থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি করতে থাকে 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'। কারণ এতে দায়দায়িত্ব কমে অনেকটাই। ফলে অনেক বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হয় কর্মক্ষেত্রে। এটাও কলকাতায় ফ্ল্যাট কালচার জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক বড় কারণ।

এই সবই কলকাতার মানুষের একটি বিশেষ প্রজন্ম করেছেন তাঁদের সুবিধার কথা ভেবে। তবে তাঁদের এই অপরিনামদর্শিতার জন্য ভুগতে হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে। এরপর আরও বেশি সমস্যায় পড়তে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে। কারণ, এই ফ্ল্যাট কালচার তৈরি হওয়ার জেরে কলকাতায় বহুগুণে বেড়েছে প্রাকৃতিক দূষণ। ব্যাঙের ছাতার মতো এই বহুতল গজিয়ে ওঠার জেরে নীল আকাশ দেখতে পাওয়া তো দূর-অস্ত, এমনকি সূর্যের আলোও পৌঁছায়না বহু ঘরে। এমন অনেক বহুতল রয়েছে বা বহুতল সংলগ্ন বাড়ি রয়েছে যার ঘরগুলো বাস্তবিক ক্ষেত্রে এক অন্ধ কুঠুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রোমোটার রাজের ক্ষপ্পরে পড়ে কলকাতা হারিয়েছে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার স্বকীয়তা। শুধু তাই নয়, এই প্রোমোটিং দিয়েছে কলকাতার বুকে সিন্ডিকেট রাজের মতো এক অসাধু ব্যবসা। আর এই সিন্ডিকেট যাঁরা চালান তাদের চোখ রাঙানি ঘুম কেড়েছে সাধারণ মানুষের। ফলে এটা খুব স্পষ্ট যে, এই ফ্ল্যাট কালচার বাঙালির সংস্কৃতিতে এনেছে এক কুঠারাঘাত।

২০২৪-এর পুজোয় বাঙালির এই জ্বলন্ত সমস্যাকেই দুর্গাপুজোর থিমে তুলে ধরেছে মধ্য কলকাতার ইয়ং বয়েজ ক্লাব। থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'এক টুকরো আকাশ'। থিমের মূল বার্তা, মুক্ত আকাশ হারিয়েছে কলকাতাবাসী। পরিকল্পনায় শিল্পী শৌভিক কালী। পুজো মণ্ডপে পা রাখলে দর্শনার্থীরা অনুভব করবেন তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু ফ্ল্যাটের মাঝে, যা এককথায় ফ্ল্যাটের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মণ্ডপকে বাস্তবে ফ্লয়াটের রূপ দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে বাঁশ, কাঠ, লোহা। সঙ্গে থাকছে সিমেন্ট, ইঁট আর রংয়ের ব্যবহারও। এই মণ্ডপকে আরও বাস্তবিক রূপ দিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে আলোর ব্যবহারও। এবারের আলোকসজ্জার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশ্বজিৎ সাহার ওপর। বহু ফ্ল্যাটের মাঝে বাস্তবে যে আলো-আঁধারির এক বাতাবরণ তৈরি হয়, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হবে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের আলোকসজ্জায়। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্রতিমাও। সাবেকি স্টাইলে প্রতিমার রূপদান করছেন শিল্পী পরিমল পাল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। তা হল এই ফ্ল্যাটের জঙ্গলে মায়ের আরাধনার স্থানও কিন্তু ক্রমেই কমছে কলকাতার বুকে। অনেক পুজো বন্ধ হয়েছে এই স্থানাভাবেই। অর্থাৎ, প্রোমোটারদের করাল থাবা থেকে বাদ পড়েননি স্বয়ং দুর্গতিনাশিনীও।

ইয়ং বয়েজের এই পুজো হয় মধ্য কলকাতার তারাচন্দ্র দে স্ট্রিটের কাছে। অর্থাৎ উল্টোদিকেই রয়েছে মহম্মদ আলি পার্কের মতো কলকাতার অত্যন্ত হেভিওয়েট পুজো। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজো করে চলেছে মধ্য কলকাতার এই ক্লাবটি। এবারে মাগ্গি গণ্ডার বাজারেও এবারের পুজোর বাজেট প্রায় ১৩ লাখ বলেই জানান পুজোর কর্তারা। পঞ্চমীতে ধূমধাম করে হবে এই পুজোর উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত শিল্পী কেকা ঘোষাল। এরপর পুজোর চারটে দিন সন্ধেয় হয় প্রসাদ বিতরণ। এরপর একাদশীতে মাকে বিদায় জানানো হয় ঘটনা করেই। সঙ্গে শুরু হয় পরবর্তী বছরের পরিকল্পনাও।

ছোট গল্প

ঢাকি

সংঘমিত্রা সরকার কবিরাজ

এই যে পটের বিবি এলেন। এই ভর সাঁঝ অবধি কোথায় পিরিত করতে যাওয়া হয়েছিলো? দুপুরের ছেলেপুলের খাবার থালাবাসনগুলো অবধি এখনো সকড়িতে পরে রয়েছে। বুড়ো মাগি আছে, সবাইতো তার গতরের দিকেই তাকিয়ে বসে আছে।

— নিতায়ের বউ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে।

নবাবের বিটি, উত্তরটা কে দেবে? বলি রান্নাঘরে ঢুকে পড়লে যে, সন্ধ্যেটা কে জ্বালবে? সব কিছুই এই বুড়ি মাগীকেই করতে হবে নাকি। ছোট মেয়েটা কখন থেকে দুটো মুড়ি খাবার লেগে সাড়া হচ্ছে।

— রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে নিতাইয়ের বউ। 'কল্পনা দিদিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। রোববার ছাড়াতো কল্পনা দিদি বাড়ীতে থাকে না।' তা তুমি চাট্টি মুড়ি বের করে দিলেই পারতে।

— তুই ওই ঢলানিটার বাড়ি কেন গিয়েছিলিস? গাঁ ঘরেতো ওর চরম সুখ্যাতি। লোকে ওর নামে নানান কুকথা বলে তুই জানিস না? বাবুলোকেদের সাথে উঠা বসা কি এমনি হয়?

— সে জেনে আমার কী লাভ? যার পেটে আগুন জ্বলে তাকে যদি পেটের আগুন নেভাতে শরীরে আগুন জ্বালাতে হয় তবে তাই করলে ক্ষতি কী? কল্পনাদি বলেছে পরশু সকালে আমাকে সাথে নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে যাবে। ওদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে আমার নাম তুলে দেবে। ওদের মেয়েদের যে ঢাকের দল হয়েছে আমাকে সেখানে যোগ করে দেবে।

— কী যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা। কোন সংসারে অভাব অনটন নাই, তাই বলে চরিত্তির খারাপ করতে হবে? ধেই ধেই করে ঢাক কাঁধে করে নাচতে যেতে হবে? মেয়েছেলেরা কখনো ঢাক বাজায় দেখেছিস? যতসব অনাছিস্টিরকাণ্ড। আর কল্পনা কত পঞ্চায়েতের কাজ করে সে আমার জানা আছে। খবরদার বলছি কল্পনার সাথে তোর কোথাও যাওয়া হবে না। দাঁড়া নিতাই আসুক তারপর দেখছি তোকে।

— তার কথা কোন লজ্জায় বলো? ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই , কিল দেওয়ার গোঁসাই। তোমাদের রাবণের গুষ্টির পিন্ডির জোগাড়ের জন্যইতো বেড়োতে হচ্ছে। কোন মেয়ে না স্বামী সংসার নিয়ে সুখে ঘর করার স্বপ্ন দেখে। ভগবান আমার অদৃষ্টে কী সে সুখ লিখেছে। ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে নিতাইয়ের বউ কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'ঘরে যে চাল বাড়ন্ত সে খেয়াল কারোর আছে? তাছাড়া আমিও ঢাকির ঘরের মেয়ে। লোকে বলে আমার বাবার ঢাকের বাজনে মা সাক্ষাৎ জেগে উঠতেন। আমি ছোট থেকেই তার কাছে বাজন শিখেছি। এখন মেয়ে ঢাকিদের কদর হয়েছে শহরে। কল্পনা দিদি বলছিলো, ওরা এবারে যে পুজোটার বায়না পেয়েছে সেটার আয়োজন মেয়েরাই করে আবার পুজোও করে মেয়ে পুরোহিত। আজকাল মেয়েরা সব করে। ওই তো তোমার বিটি আর ময়নার মা প্রতিবার মাঠে ধান পুঁততে যায় অন্য জেলায়। জল কাদায় ভিজে ওরা মাঠে কাজ করতে যেতে পারে আর আমি ঢাক বাজাবো তাতে দোষ কোথায়?

— অতো বাপ সোহাগী হতে হবে না। পুজো চারদিন তুমি বাইরে থাকলে ঘরের ছিষ্টির কাজ কে করবে? পুজো পাব্বনের দিনে গেরস্থ ঘরে কাজ কি কম থাকে?

— গেরস্থ ঘরের কথা বলোনি বাপু। ভাগ্যিস ইঁটের ঘরটা এবছর পেলাম। নৈলে তো চালা দিয়ে জল পড়ছিল। রেশনের চালটা থাকে তাই নুন দিয়ে ফ্যান ভাত খাওয়া হয়। তোমার ছেলে যা কামায় মদ আর জুয়োতেই সব উড়িয়ে দেয় তাকে তখন কিছু বলতে পারো না।

এই সময় সাইকেলের টুংটাং আওয়াজ উঠোনে এসে ঢোকে। সদর দরজার কাঠামোটায় আছে, না আছে পাল্লা না আছে ছিটকিনি। নিতাই বারান্দার একপাশে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখে। উঠোনে ঢুকতে ঢুকতেই সে মা বউয়ের ঝগড়ার আওয়াজ শুনেছে।

ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ইনিয়ে বিনিয়ে নাকে কাঁদতে যায় মালতী। মিটিমিটে ডিমের আলোয় তার মাতাল চেহেরা দেখে সাহস হয় না। ছোট নাতিটাকে কোলে করে পাড়ার নাটমন্দিরে হরিনাম শুনতে চলে যায়। নিতাইয়ের বউ রান্নাঘর থেকে একঘটি জল এনে দেয়। রাতে আর কোনো কথা বাড়ায় না সুরমা।

নিতাইয়ের কোনো নির্দিষ্ট কাজ নেই। কখনো মাছ ধরে, কখনো রোজ খাটে, কখনো ইঁটভাটায় কাজ করে। তবে হ্যাঁ, পুজোর সময় সে ঢাকী। সকালে উঠে অন্যদিনের মতো আর চৌমাথার চন্দনের চায়ের দোকানে দিকে পা বাড়ায় না নিতাই। দিন রাত ওখানেই আড্ডা। চন্দনের চায়ের দোকান, রাতে মদের ঠেকে পাল্টে যায়। এখন প্রায় ভাদ্রের শেষ। এবারে খুব গরম পড়েছিল। আষাঢ় অবধি কোনো বৃষ্টি ছিলো না। চাষীদের বুকে কাঁপন লেগেছিল। যায় হোক শাওন থেকে ভালই বৃষ্টি হয়েছে। চাষাবাদ যেমন হওয়ার হয়েছে। বাপের আমলে যাও বা বিঘা দুয়েক ধানি জমি ছিলো তার আমলে একটুকরো ঘাসজমিও আর নেই। একে কাজের আকাল তারপর পেটে আগুন থাকলে মাথাতেও সে চারা দিয়ে ওঠে, ঘরে নিত্যি অশান্তি, এসব থেকে বাঁচতে নেশাতে ডুবে থাকা। নইলে মানুষ সে খুব মন্দ নয়। তবে বিনা পয়সায় কোথায় নেশা? এখন নিতাই নেশা করে না নেশা নিতাইকে খায়।

এবারে পুজো তাড়াতাড়ি পড়েছে। একমাসও আর বাকী নেই। এখনও কোনো বায়না হয়নি এবারে। পুজোয় এবারে এমনিতেই জলুস কম। কলকাতায় মেয়ে ডাক্তার মরার শোক এখনো আকাশে বাতাসে। এ শোক শুধু জল ঝরায় নি, আগুন জ্বেলেছে চারিদিকে। চন্দনের দোকানে রোজ সকালে গত একমাস ধরে সেই কিস্সাই শুধু শুনেছে। সকালের দিকে চা খেতে বাবু মানুষেরাও আসে, তারাই আলোচনা করে নানা কথা। নিতাই মন দিয়ে সে সব শোনে। দেশ দশের খবর সেও কিছু রাখে। তার ঘরেও দুটো মেয়ে। বড়টাতো এবছর পনেরোতে পড়লো। বেশ ডাগর হয়েছে।

নিতাই সুরমার কাছে চা চায়। তারপর মাচা থেকে ঢাক দুটো পাড়ে। সেই গাজনের সময় একবার নামিয়েছিল। তারপর থেকেই মাচাতে তোলা আছে। নিতাইয়ের বাপ ঠাকুরদা শুধু ঢাক বাজাত না, ঢাক ছাওয়ার কাজও করতো। নিতাইও ঢাক ছাইতে পারে। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে আর সে কাজ কোথায়? এখন খুব বড় পূজা কমিটি না হলে কেউ ঢাকীদের সেভাবে বায়না দেয় না। তাও দল হতে হবে একা কোথাও বায়না পাওয়া আরো ঝামেলার। ছোট পূজাগুলো ক্যাসেটেই ঢাকনার বোল বাজিয়ে পুজো সারছে আজকাল। এখনতো মোবাইলেই সব হচ্ছে। তার ঠাকুরদার আমলেও গ্রামের চট্টরাজদের পুজোতে তাদের বাঁধা বায়না থাকতো। চট্টরাজদের বাঁধা ঢাকি ছিলো ঠাকুরদা। বছরভর যা সিধা আর বিদায় পেতো তাতেই অনেক। এমনকি খানিক ধানি জমিও দিয়েছিলো তারা ঠাকুরদাকে। তখনকার দিনে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিলো গেরস্থ ঘরে। পাওনা ছিল নিয়মিত। এখন সব বাজারে ধুম। মনের টানও নেই, পাওনাকড়িও বন্ধ। এসব ভাবনার মাঝেই নিতাইয়ের বড় মেয়ে নীলিমা চা নিয়ে এসে বাবার পাশে বসে। সে বাপ সোহাগী মেয়ে।

— দুটো ঢাক পারলে যে বাবা।

নিতাই কিছু না বলে হাসে।আর গুনগুন করে গাইতে থাকে 'ঢাকি ভাই ঢাকি ভাই/একটু বইয়া যাও/ঢাকের জনম কথা খানিক কইয়া যাও।'

হাসিমুখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে 'তোর মাকে পরিষ্কার নরম কাপড় দিতে বলতো মা। পাটের দড়ির উপর আরেক পরত কাপড় চড়াতে হবে। তবেই আরো খানিক নরম হবে। কাঁধে ঝোলাতে কষ্ট কম হবে।'

— তাতো বুঝলাম কিন্তু দুটো ঢাক কেন বাবা?

— বুঝলি না! আরেকটা ঢাক তোর । আমি যখন তোর বয়সে ছিলাম তখন থেকেই বাবার সাথে ঢাক বাজাতে যেতাম। এটা আমাদের বংশ পরম্পরার কাজ মা। ঢাক আমাদের লক্ষ্মী আবার সরস্বতী। সারাবছর যাই কাজ করি না কেন পুজোতে ঢাকে কাঠি না পড়লে যে সংসারের অকল্যাণ হবে মা। ভগবান আমাকে ছেলে দেয় নিতো কী হয়েছে আমার মেয়েতো আছে। সেই হবে আমাদের বংশের ঢাকি। তোকে আমাদের বাপ দাদার নাম রাখতে হবে মা।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠে কচি মিষ্টি মুখখানি।

— কী মজা! 'ড্যাং কুরাকুর ড্যাংকুরাকুর বাজবে ঢাকের বোল, দুর্গা ঠাকুর আসছে আবার, দিচ্ছে কাশে দোল।' আনন্দে দুপাক দিয়ে দেয় নীলিমা।

— বাবা তাহলে এবারে তোমার সথে আমি ঢাক বাজাতে শহরে যাবো?

— তুই যাবি তোর মায়ের সাথে। আমার এবারে এখনো কোনো বায়না হয় নি। আজকাল শহরে মেয়ে ঢাকিদেরই বায়না বেশি। তাছাড়া আমারও ইচ্ছা তুই এবারে ঢাকে কাঠি দেওয়া শুরু কর, আমি নিজে হাতে তোকে শেখাবো। কল্পনা দিদি যদি তোর মাকে তার দলে নেয়, তবে তোর মাকে বলবো তোকেও যেন সাথে নেয়।

আজ চতুর্থী। চারমাথার মোড়ে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আটজন মেয়ে। কাঁধে তাদের ঢাক। ঢাকের মাথার সাদা পালক শরতের হিমেল হাওয়াই দোল খেয়ে গোটা গ্রামকে টাটা করে নীল আকাশের ভেলার সাথে পাল্লা দিয়ে শহরের পুজো দেখার জন্য খুশিতে যেন খিলখিল করে হাসছিল। কল্পনা আশপাশের গ্রাম থেকে মেয়ে ঢাকি জোগাড় করেছে। এবারে পুজোয় মেয়েদের দল পাশের গ্রামের ছেলেদের চেয়েও বড় বায়না পেয়েছে। নিতাই তার মেয়ে বউকে বাসে তুলতে এসেছে। নিতাইয়ের বুকটা হাঁকুপাকু করতে থাকে। একদিকে নতুন প্রজন্মের এগিয়ে চলা অন্যদিকে তার দুই কুড়ির জীবনে এবার প্রথম সে দুর্গাপুজোতে ঢাক বাজাবে না। বাসে উঠে নীলিমা জানালা দিয়ে মুখ বার করে বাবাকে হাত নাড়ে। নিতাইয়ের চোখ তখন ঝাপসা। একবিন্দু সিন্ধু যেন চোখের কোণে পদ্ম পাতায় জলের মতো টলমল করতে থাকে। মুখের হাসিটুকু দশমীর দুর্গা ঠাকুর।